কবির স্বপ্ন-সুষমা
ছন্দে ও গানে

[সবুজ পর্ব্ব]

শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায়, বি-এ

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক ঃ—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সহস্র

পাঁচ সিকা

মাসপয়লা প্রেস
১১৪।১এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

কথা

এই কাব্যখানি ছাপাতে গিয়ে আমার—ডাক্তার ভজহরি দাস, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ রায় এম, এ; বি, এল,; বি, টি,; বাণীভূষণ মহাশয়গণের কথা মনে আস্ছে।

আমি সাধারণতঃ কাব্য পাঠ ক'রে শুনানোর পক্ষপাতী নই,—তবু আমি তা' ওই তিন জন দরদী বন্ধুর কাছে লুকিয়ে রাখিনি,—যেটুকু হয়েছে, পড়েছি; কাব্য-রচনা কালে ঐরূপ কাব্যিক-মনা বন্ধুবর্গের যে কতটা প্রয়োজন,—তা' কাব্যশিল্পীগণ বোঝেন।

বিষ্ণুবাবুর আতিশয্যে আমার মনের নিয়মের শৃঙ্খলার একবার ব্যতিক্রম ঘটেছে। এখানে একজন কবিবর এসেছিলেন—তার সাম্নে জনসমাজে আমাকে এই কাব্যের কিয়দংশ পাঠ করতে হয়েছে। আমার কাব্য সম্বন্ধে কবিবর কিছু বলেছিলেন—তা' বিষ্ণুবাবু জানেন। আমি কবিবরের 'নাম' সম্বন্ধে নির্ব্বাক থাক্‌লেম।

প্রেস-কপি করবার সময়,—ভাই অম্বিকাচরণকে যখন-তখন নানা প্রশ্ন ক'রে তার এম, এ পরীক্ষার পড়ার ব্যাঘাত জন্মিয়েছি,—তাও এই সঙ্গে মনে প'ল।

গানগুলির মধ্যে "কে আসে ওই" ও "শয়ন মন্দির মাঝে" শীর্ষক গান দু'টা আমি আমার "সুরের আঙুর থোকা" থেকে গ্রহণ করেছি। "কে মজিল রূপ নিরখি" গানটা গ্রাম্যবালকদিগের জন্য মদ্রচিত "পুতুলাভিনয়" নাটক থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

আমার শেষ কথা এই যে, এই কাব্যখানি প্রকাশে, আমার অন্যতম সঙ্গীতশিক্ষক, সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত প্রভঞ্জন সান্যাল আমাকে অন্ধকারে পথ দেখাইয়াছেন; এবং শ্রদ্ধেয় কবিবন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী এম, এ মহাশয় সেই পথে আলো জ্বেলেছেন। ইতি

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
মেঘদূত দিবস, ১৩৪৬

শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায়

—উৎসর্গ—

জাগরণে যারে হেরি' ঘুমু-ঘুমু চোখ,
স্বপনে অঘুম নিশিরাতে,
—তারি হাতে।

উপহার



হ.স্বা সিংহা।

"এ-তো নহে শুধু কাব্য গান—
প্রাণ-নিঙড়ানো রস প্রণয়ের বান ;
দু'জনে কি দিবে না সাঁতার ?
মিলন-কটাক্ষ মাঝে পড়ি' একবার ?
উদভ্রান্ত-প্রেমের এই নব আবিষ্কার !"

গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত বইগুলি
শীঘ্রই বেরুবে—

কবির স্বপ্ন-সুষমা ছন্দে ও গানে (রঙীন পর্ব্ব)

সুরের আঙুর থোকা (গানের বই)

নিদর্শনী

(গ্রন্থানুক্রমিক)

কবির স্বপ্ন-সুষমা
ছন্দে ও গানে

ছবি এঁকে দাও
(গান)

আমার ছবি এঁকে দাও!
আমার তুলিকা তোমার হাতে নাও।
আমার ছবি এঁকে দাও!

সেই রঙ দাও যা' যেখানে ভালো,—
রঙীন রঙ ঢালো,
পূর্ণ করিতে ছবিটা আমার, তুলিকায় মিশে যাও।
আমার ছবি এঁকে দাও!

কবির স্বপ্ন-সুষমা ছন্দে ও গানে

যে শোভন ছড়ালে কাননে ফুলের রাশে রাশে,
যে রূপ ফুটালে আষাঢ়ের ঘাসে ঘাসে,
তাই দিয়ে মোর তুলিকা জাগাও :
যা' দিয়ে ভরিলে ভাদরের নদী,
গোধূলি-গগন আঁক নিরবধি,
তাই দিয়ে ভর—উজ্জ্বল কর,
তুলিকায় রূপ ছাও।
আমার ছবি এঁকে দাও!

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ভাদ্র ১৯, ১৩৩৮
দিবা ৮-১৮ মিঃ

আয় হরষ আয়

আঁধারের বুকে
অরুণ ফুটে,
কিরণ—কনক
লয় তা' লুটে'

কিরণে কিরণে
রাঙায়ে চোখ,
ঢলিয়া পড়িল
দিনেরালোক।

জাগিল চাঁদ
রজত হাসে,—
কপোল-টীপ্
সুনীলাকাশে।

রচিল মালা
জোনাকী পরী,-
তরু-পল্লবে
সে ফুলঝরি !

কবির স্বপ্ন-সুষমা ছন্দে ও গানে

এম্‌নি করিয়া
আলোক হাসে,
গহন-ঘন
কালোর পাশে

এম্‌নি করিয়া
আঁধার এসে,
দাঁড়ায় উজল
আলোর শেষে

বুঝে না কেউ
দিনের দিন,
চলে রহস্য
কত অচিন !

বীজটী ঢুকিল
ভূমিটী চিরে',
উদিল তরু
সুখদ-ধীরে।

আয় হরষ আয়

পাতায় পাতায়
ফুটিল কোরক,—
ছড়ালো প্রিয়া
প্রীতির শোলক্‌।

ফুলিল কোরক
ফলের তরে,
নমিল ফল
রসের ভরে।

এম্‌নি করিয়া
বরষ যায়,—
আয় চারু, প্রিয়
হরষ আয়!

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ভাদ্র ১৬, ১৩৩৮
দিবা ৪-২৯ মিঃ

নই সে কবি

তবে—"বরষ হরষ আনে",
তার্কিক্ নাহিক মানে।

কারণ—নিদাঘের তাপ দেখি',
বরষার ছল-আঁখি।
আকাশে যে মেঘঢালা,
কাঁদে শরতের আলা
হেমন্তের বিন্দু-চল—
তন্বী-ঘরম-দল।
শীতের কৃশানু-সুখ,
বসন্তের কুহু-দুখ।
লতিকা লুটিয়ে পড়ে,
ফুলটাও ফুটে' মরে।
চাঁদটাও ডুবে' যায়,
মলয়েও অনল ছায়।

নই সে কবি

দেখ- সুখ-দুখ লাগালাগি,
দুই ভাই আধাভাগি।

বটে ! বরষ বিরস আনে,
তবু মন নাহি মানে।
আমি নই সে কবি,
আঁকি শুধু ফুল ছবি।
রচি নিতি ফুলদোল,
তাই মন উতরোল।
চাহি, ভাদর-ভরা,—
ওগো -টানা-আঁখি মনোহরা !

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ভাদ্র ১৭, ১৩৩৮
দিবা ২-৫৫ মিঃ

উপ্‌ছিয়া পড়ে হিয়া

কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
ফুটে ফুল খুলে' দিল্‌ ;

চোখে চোখে যায় ভেসে
সোহাগের "হীরাঝিল্‌" ।

কোণে কোণে ছুটে' মরে
নটিনীর শর-ফুল ;

আশে পাশে বিলসিছে
সুশোভন কেশ-দুল ।

উপবন ভেসে যায়
হাস্‌নার খর-টানে ;

গানে গানে— তানে তানে—
স্বরগের ছবি আনে ।

উপ্‌ছিয়া পড়ে হিয়া

মন ভোলা আস্‌মানে
তারা করে চিক্‌ চিক্‌ ;

কোথা হ'তে পশে যেন
গুল্‌ হাসি ফিক্‌ ফিক্‌।

বুকে বুকে সুখে সুখে
উপছিয়া পড়ে হিয়া ;

তোমরা কে সাঁঝে আছ,
কেবা হবে মোর প্রিয়া ?

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ভাদ্র ১৭, ১৩৩৮
দিবা ৪-১৯ মিঃ

নাচ রূপ-শিখী

প্রাণ

ফুট্ ফুট্ !

তরী

ছুট্ ছুট্ ।

খুল্

শতদল,

লুট্

পরিমল ।

কচি

কিশলয়,

ফুল্ল

মসীময় !

টল

টল টল,

নাচ রূপ-শিখী

শিখ
আঁখিছল।
চাহ
ঠোঁট তুলি,
রাঙা
রং গুলি।
রূপ
ঝলমল্,
দুরু
হিয়াতল।
নাচ
রূপ-শিখী!
আমি
ছবি লিখি।

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ভাদ্র ১৭, ১৩৩৮
রাত্রি ৭-৪১ মিঃ

হায়! শিখেনি শিখিনী

কুঁড়ির ভিতর গন্ধ
অন্ধ হইয়া নাচে,
কাব্য পড়েছে চাপা
ছন্দের ছোট ছাঁচে।

গুল্ গোলাপী-আতর
সজোর কর্ক আঁটা,
পরশ দিস্‌নে তোরা
ফুটবে শজারু কাঁটা।

আলোর জোয়ার নামেনি
নলিনী তোলেনি হাই,
অতনু অনল জ্বলেনি—
শক্র তাহার ছাই।

হায়! শিখেনি শিখিনী

থাম্, থাম্, চুপ কর
এখনও আছে শীত,
খুঁজিলে কোথায় পাবি
মলয় সমীর প্রীত?

মণিটী ল'য়ে
এখনো বদ্ধ খাঁচিতে,
হায়! শিখেনি শিখিনী
দাদরা-গজলে নাচিতে!

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ভাদ্র ১৮, ১৩৩৮
দিবা ১০-৫১ মিঃ

তুমিও হাসিবে

বরষও যাইবে,—
হরষ ঢালিবে গো।

মুকুলও ঝরিবে,—
দু'কূল ভরিবে গো।

অরুণও টুটিবে,—
কিরণ ছুটিবে গো।

সবুজও লুকাবে,—
ডাগরে ডুবাবে গো।

পাষাণও চুইবে,—
ফোয়ারা ফুটিবে গো।

জোয়ারও আসিবে,—
কিনার ভাসিবে গো।

নিচোলও খুলিবে,—
উচোল ফুলিবে গো

তুমিও হাসিবে,—
কবিও আসিবে গো!

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ভাদ্র ১৮, ১৩৩৮
দিবা ১-৪৮ মিঃ

ধীর-সবুরে মেওয়া ফলে

ধীর-সবুরে
মেওয়া ফলে,
সুখ-ভোমরে !
সবুর কর্‌

হওয়া-গাছে
চিক্‌না পাতা,
সাজ্‌তে-আছে
কুঞ্জঘর ॥

খুলিস্‌ নেকো
আলোর মাঝে,
খাঁচায় রেখো
সখের শামা

আধেক রাতে
শিখাস্‌ তা'রে,
সুরের সাথে
সা-রে-গা-মা ॥

পাপ্‌ড়িটা—
দিস্‌নে খুলে,
আপ্‌নি সেটা
খুলে' যাবে।

শীতের ঋতু
ফুরিয়ে গেলে,
কুসুম নিতু
কানন ছাবে॥

আল্‌তা-দুধে
ঢেউ গুলে' তুই,
রাখ্‌ না রুধে'
পিচ্‌কারী।

হোলির কিছু
বিলম্‌,—দিনে
কাফির উঁচু
গিট্‌কারী!!

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ভাদ্র ১৮, ১৩৩৮
রাত্রি ৭-১৯ মিঃ

অলকনন্দা

ফুটুক্ ফুল,—
রূপ মুকুল ;
নিটোন্ বুক,—
উছল্ সুখ ;
আঁখি পটোল,-
পারদ তরল ;
বদন চাঁদ,—
মানস ফাঁদ ;
ভুলাছে ভুল—
রূপ মুকুল !

ক্ষীণ কোমর,-
মনোজ ঘর ;
সুগোল জঘন,
মন—মগন ;
গুরু নিতম্ব,-
নাতি বিলম্ব ;
রাতুলাতুল—
রূপ মুকুল !

কচি কিসলয়,—
সুখদ উদয় ;
চারু পদতল,—
অহো ! শতদল ;
দীর্ঘ অতুল—
কুঞ্চিত চুল ;
ঢুলুক্ ঢুল্,
ঢুল্ ঢুল্ ঢুল্ !

লাল লালিমা—
আল্মি ছালিমা ;
আধ-ডাগরা,—
পরশ-কাতরা ;
রস-দুয়ারা,—
ফুট ফোয়ারা ;
নহে আকুল—
নিম্ মস্গুল !

নীল নিচোল,—
ব্লাউস বিলোল ;
শায়া শোভিত,—
স্পন্দন চকিত !
চুড়ি বিজলী,
নেক্-চেন্ উজলি'—
দুলিছে দুল,
কাণের ফুল !

ঘন উলসিছে,—
পাশে বিলসিছে ;
তবুও মন্দা—
অলকনন্দা !
আঁখির কোণ,—
লোভুক্ ভ্রূণ ;
ফুটুক্ ফুল,—
রূপ অতুল ;
দুল্ দুল্ দুল্,
রূপের ফুল !

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ভাদ্র ২১, ১৩৩৮
দিবা ১-৫৭ মিঃ

দুয়ার খোলো

(গান)

ফুলের রাণী

খোলো সবুজ

ঝিল্‌মিলি ;

তোমার ঘরে

আস্‌ছে আজি

ঝিল্‌মিলি

পাপ্‌ড়ি খোলো

দা খোলো

খোলো প্রাণের

দ্বার গুলি ;

মনের মাঝে

খেল্‌ছে কত

রঙ বে-রঙের

কিল্‌বিলি !

দুয়ার খোলো

জুই গোলাপের
আতর জলে
ফিরোজা শাড়ী
ভিজিয়ে দেবে,

চাঁদের চোখের
চিল্‌চিলিতে
প্রাণের প্রথম
পরশ পাবে ;

তাই বুঝি ঐ
টুন্‌টুনিটা
হাস্‌ছে ডালে
খিল্‌খিলি !

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ভাদ্র ২১, ১৩৩৮
দিবা ৩—৮ মিঃ

বরষ চলেছে কোন্‌খানে ?

ধীরে বরষ চলেছে কোন্‌খানে ?
—কেবা জানে ?
ত গোপনতা-রহস্য আনে,
সেই জানে।

জানি, শুধুই চলেছে আনমনে—
ক্ষণে ক্ষণে,
হয় ত পারিজাতের কুঞ্জবনে,
—কি কারণে ?

সে জানে !—কচিশাখে দুল্ দোলা'তে
অর্দ্ধ রাতে ?
অথই থরে থরে ফুল ফোটাতে
স্পর্শাঘাতে ?

হয় ত মন্দারের মধুর ভরে
ঘুরে' মরে,
তরতরে রূপোলি আলোর করে
বুক ভরে।

বরষ চলেছে কোন্‌খানে ?

না, মলয়ের মৃদুল-দোদুলার
খোলে দ্বার ?
অমল-পরিমল লুটে' আনার
কারবার !

নহে ?—নন্দন-অঙ্গনা আঙিনায়
আসে যায় ?
কত উর্ব্বশী আসি' কটাক্ষ-ঘায়
মূরছায় !

হয় ত বা ভাদরের ভরা দিয়া
ভরে হিয়া !
খুলে' দেয় কত-শত-গুপ্ত-প্রিয়া
সুপ্ত হিয়া ।

তাই আনে ; যেখানে যা' কিছু ভালো,
দীপ্ত আলো ;
থালা পেতে দিয়েছে সে—ঢালো ঢালো
রূপ জ্বালো !

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ভাদ্র ২৩, ১৩৩৮
দিবা ১২—১৫ মিঃ

দিবি কি খুলি যবনিকা

ফুল তুই খুলে' দে না—
পাপ্‌ড়ি হেনা
মলয় চুমে' দিবে, কত সুরভি তা'র ;

প্রাণ তুই গেয়ে যা না—
গীত-সাহানা
সুর ধ'রে নিবে পাণির সুরবাহার

হাসি তুই ফুটে' দিস্,—
"ভালবাসিস্",
দরদী ধ'রে নিবে, আবেশে চোখে মুখে ;

পরশ ঢালিস্ আজ—
"খোস্ মেজাজ",
পুলক-মদিরা পলকে নাচিবে বুকে

দিবি কি খুলি' যবনিকা ?

আস্‌মান্‌ দিলে ছেয়ে
তরণী বেয়ে,
তারার মালা আর চারু চাঁদের হাসি,

.
.

এ পারে নদীর কূলে,
পা'লটী তুলে'
জ'মে যাবে, রঙা-সুখের মাধুরী আসি'।

রূপ ভ'রে দিস্‌ যদি
ভাদর নদী,
আপ্‌নি ভেসে যাবে, কত মন-পাথার,

ওরে রে তরুণ, তুলি'
দিবি কি খুলি'
যবনিকা ?—চোখ সেথা কাটিবে সাঁতার !

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ভাদ্র ২৩, ১৩৩৮
রাত্রি ৮—১১ মিঃ

কোথায় কবিতা, কোথায় স্বপন

চল্‌রে সাধের তরণী আমার
নিয়ে আসি তা'রে যাই,
সে আছে কোথায় ?—কি জানি কোথায় !
চল যদি তা'রে পাই !

চল্ মোর তরী, চল্ সেথা ধীরে
হেলে' দুলে' নেচে চল্,
দাঁড়াস্ থম্‌কি' ক্ষণিক সেথায়
পাস্ যদি পরিমল !

কত হসন্ত নব বসন্ত
জুড়িয়া সেথায় আছে,
সৌরভ তা'র নাই ত গৌরব—
কাঁদিয়া কাঁদায়ে গেছে !

ফুল শুধু সেথা, চেয়ে আছে কত
হেলায়ে রঙানো আঁখি,
নিত্য সেথায় ঢলানো জোছনা
নেইকো অমা'র ফাঁকি !

দাঁড়াস্ তরণী, দাঁড়াস্ আমার
সেখানে বারেক দুলে',
দেখিব সেথায় স্বপন আমার
থাকে যদি কভু ভুলে' !

নেই নেই নেই,—সে যে নেই, ওরে
নেইরে কাহিনী মোর,
আধ-জাগা ঘুমে আধ-জাগা চোখে
মৃদুল বিরহে ভোর !

ওই যে—বাজিছে ঘন এসরাজ
থামেনি গান এখনো,
মনে হয় যেন মধু নিক্কণ
দিতেছে ঠুংরি লক্ষ্ণৌ !

কমল-কুঞ্জ লতায়ে লতায়ে
চরণে চুমালো ফুল,
তারি মাঝে কে ও !— নাচিতেছে যেন
দুল্ দুল্ দুল্ দুল্ !

পাপিয়া কোকিল মেনে গেছে হা'র
তাহারি গজল গানে,
মোর তরী বঁধু ! থেমে গেল সেথা—
কমল আঁখির টানে !

হায়, হায়, হায় !— নেই ওরে নেই—
নেই রে কবিতা মোর,
জাগো-জাগো চোখে জাগো-জাগো ঘুমে
ডাগর বিরহে ভোর !

—এর চেয়ে ভালো এর চেয়ে মধু,-
হে কবি কোথায় পাবি ?
—আমি যে তরুণ !— আমি যে অরুণ !-
ঢের বেশী আছে দাবি !

কোথায় কবিতা, কোথায় স্বপন

সে দিন চলিতে সোনালী উষায়
প্রথম শুনিনু "কুহু",
নীরব ধরণী পবনের সনে
আসিল ছোট্ট "উহু" !

ফিরিয়া চাহিনু,— কেন হায় কেন-
তরুণী সরিয়া গেল,
সজল চোখের উজল চাহনি,—
বাসে বুঝি কারে ভালো।

থামানু তরণী,—দাঁড়ানু ক্ষণেক,—
অন্তর ছাইল জলে,
সম বেদনায় গলিবে পাষাণ
দেখে যদি কোন ছলে

ভাসানু তরণী এ আঁখির জলে
কাজ নাই নদী জলে,
রূপ ঢল ঢল, আঁখি ছল ছল—
পাছে মন বুঝি টলে !

পিপাসা লইয়া ফিরিয়া আসিনু,—
শুধু মরীচিকা ছল্,
কোথায় কবিতা, কোথায় স্বপন,-
খুঁজিনু অন্তর তল !

-সে কি তব কোন অন্তরের স্মৃতি !
তারি লাগি' কাঁদ কবি ?
-এখনো বুঝিনি,—কি জানি কি সে-যে
তবুও সে যেন সবি !

এইরূপে কিছু কাল গেল স'রে
পিপাসা বাড়ায়ে দিয়ে,
অন্ধ রহস্য ছন্দে জাগিল
ভ'রে গেল দুরু হিয়ে !

পাপ্‌ড়ি ওজন পান্‌সি ছৈ-
গোলাপের রসে ভাসা,
লোটন-লোটানো কেশ পাশ তা'র—
বক্ষ নিটোন্ খাসা !

কোথায় কবিতা, কোথায় স্বপন

চরণ ভঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে
বিজলী রঙ্গ কত,
মাঝে মাঝে শুধু লুকানো চাহনি
নিমেষে সলাজে নত !

বাতাবী-পুষ্প চুয়ানো জলে
হ'ত তা'র নিতি স্নান,
রূপটী দেখিনু,—ভিজিলে তাহার
ফিরোজা নিচোল খান !

বাসনার মাঝে ব'সে আছে সে-যে—
কামনার কোণে কোণে,
তারি সনে মোর হ'ল কত কথা
নয়নের টেলিফোনে !

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ফাল্গুন ১৫, ১৩৩৮
দিবা ১-৩০ মিঃ

কোন অরূপিনী-রূপ চুপি চুপি দেখা

হায়, হায়, হায়, হায়!
মিথ্যা, মিথ্যা,—বাস্তব এ ছবি নহে সখা;
অন্তরের অন্তরালে
কোন অরূপিনী-রূপ চুপি চুপি দেখা!

চঞ্চল অঞ্চলে যেন
নয়নের কোন্ মোর উঠে কাঁদি' কাঁদি',
বলয়ের ঠুং স্বনে
পুলক পিয়াসে পুনঃ উঠে বুক বাঁধি'!

কার প্রতীক্ষায়,—ওগে
দিবস রজনী মোর চেয়ে ব'সে আছ?
অসীমে ছড়ানো সুর
বিছানার কাছে গিয়া ধীরে নাচিয়াছ!

হে প্রিয়, করুণ দিঠি,
দাও মোর চোখে তুমি দাও আঁখিপাত,
অটল নিটোল বুকে
ধীরে আসি'—ধীরে তুমি কর বক্ষাঘাত!

কোন অরূপিনী-রূপ চুপি চুপি দেখা

হায় !—বসন্ত বেলায়,—
কার বাণী শুনি' বীণা বেঁধে নেবে সুর !
কাহার চরণ-ধ্বনি
উৎসুক্ত করিবে প্রণয়ের নব-অন্তঃপুর !

অতৃপ্তির মাঝে তুমি—
তৃপ্তি নিয়ে ব'সে আছ,—কেগো,—খোলো দ্বার
অসুখে বাঁধিয়া সুখ
হিয়া-পথে কেন তবে বৃথা অভিসার !

জাগো, জাগো, তবে জাগো !—
এস এস পুলকের মৃদু শিহরণ,
কনক নয়ন পাতে
কুসুমিত কর মোর মঞ্জু কুঞ্জবন !

প্রথম চুম্বন তবে—
কোন্ উৎস মাঝে হবে, তাই ভেবে ভোর,
কোন্ ছন্দে নাচি' আসি'
কোন্ বিরহিনী হবে বিহাগিনী মোর ?

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ফাল্গুন ২০, ১৩৩৮
দিবা ৫-৩০ মিঃ

এল সন্ধ্যাকাল

তিমিরের যবনিকা আবরিল, দিকচক্রবালে দিনান্তের শেষরশ্মিজাল :
এল সন্ধ্যাকাল।

আকাশে তারকাবালা
সাজালো প্রদীপমালা,

আঁকিল তা' চক্ষে মোর, ললনার নীলাভ-নিচোল মাঝে জরোয়ার বুটীমত,—
চাহিনু তা' যত!

জীবনের বিদগ্ধ-বেলায়, মন্ত্রমুগ্ধ নিভৃত সন্ধ্যায়, ছিনু বাতায়ন পাশে,
আনমনা আশে ;

কেন ইন্দু ভালবেসে
পড়িল শয়নে এসে,

এ-তো নহে ভালবাসা : নিরালা, নিসঙ্গ, ক্ষুধার্ত্ত পরাণে এ-যে শুধু অভিশাপ,
অশান্তির ছাপ !

সে ঝর্ণার আলো, শুধু ঝ'রে গেল, অঙ্গে অঙ্গে, বক্ষে বক্ষে, ললিত ললাটে, কেশে
একা একা হেসে ;

রেখে গেল মোরে, হায় !
যৌবনের তিক্ততায়,

আবেশে অস্থির ছন্দ— বিপুল, বিরাট, উদাস, গম্ভীর হ'য়ে উঠে তাই বুকে,
আকাঙ্খার দুখে !

হায়! বসন্তের বাসন্তী লীলায়,— কত কথা, তীব্র ব্যথা ল'য়ে এল মন-মাঝে,
নব নব সাজে;
চিত চায় রুম্‌ঝুম্‌,
হৃদয় হৃদয়ে চুম্‌,
এ নহে অনুরাগ; এ কি তবে পূর্ব্বরাগ!—এ শুধু যৌবনের বৃশ্চিক দংশন—
মহা অনশন!

স্তূপীকৃত, ঘনীভূত প্রেমসুধা এ-যে,—তরলতা রূপ নিয়া প্রতিমারে চায়,
ফুটন্ত বেলায়;
ওগো, আড়ালের ছবি,
কত বা গোপনে র'বি?
আয় এই যৌবনের কালান্ত-অনলে, প্রদীপ্ত-সমরে,—আয়, নেমে নেচে আয়,
কটাক্ষের ঘায়!

মলয় প্রণয় চুনিয়া চুনিয়া, রুজু বাতায়ন দিয়া এল, গেল, ঘুরে,' ফিরে'—
সুস্থিরে অস্থিরে,
বাতাবী আনিল গন্ধ
মানসে মদনানন্দ,
এ-তো শুধু পরিহাস! তীব্রতার কালকূট! বুভুক্ষার জ্বলন্ত পাবক-শিখা!—
বিহনে নায়িকা!

ফিরে যাও, ফিরে যাও, দিবস-রজনীময়ী ওগো গন্ধেশ্বরী,—নাই, নাই, নাই,
হায়! হায়! হায়!

নাইকো বাসরে খেলা
জীবনের এই বেলা,
নাই হাব, ভাব, ভাষা, স্পর্শ, প্রেম, প্রীতি-বিনিময়, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য শাসন,—
নিদারুণ পণ!

গায়ক সোহাগে টানিয়া বেহাগ কণ্ঠে, রজনীর গভীরতা দিল প্রকাশিয়া
রহিনু বসিয়া

হায়রে, নাহরে ঘুম,
এ হৃদয় কুঙ্কুম
কার তরে রাখিয়াছি, হায়! কার কাছে উৎসর্গিব! জাগিতেছে সদা এ স্বপন,
দুরন্ত যৌবন!

কী এক অশান্ত-বেদনা, বুঝাবার নহে বুঝিবার,—উত্তপ্ত কটাহে তৈলবৎ,—
হানে হিয়া-পথ;

হু হু করি অন্তর্জল
এল চক্ষে ছলছল
কে মুছাবে কেহ নাই;—শূন্যময়,—শূন্যময়, মরুময় হর্ম্যমাঝে বসি' আমি,
জানে অন্তর্যামী!

কে তোমারে করিল উদাসী? কে তব মানসী, কবি? কার লাগি' এত মর্ম্মবাণী?
করুণ কাহিনী?
কারে ভাল বাসিয়াছ?
কার স্মৃতি রাখিয়াছ
হৃদয়ের গুপ্ত পরিচ্ছেদে?—কার হাসি ফুটাইতে বর্ণে বর্ণে হর্ষে নিমন্ত্রিয়া,
ডেকেছ সাধিয়া?

সে আলেখ্য আঁকি নাই সখা, কারো উপলক্ষে; ওগো, কেহ নহে প্রণয়ের ছ
পরাণের কবি;
সচিত্র অনন্ত রূপ,
চাহিয়াছি চুপ্ চুপ্
অন্তরের অন্তরালে; উজ্জ্বল পরাণ-পুটে তারি বার্ত্তা ভরি' সাজায়েছি ডালা—
হৃদি নাট্যশালা!

যৌবন তা'র জাগরিত হ'য়ে, মোর যৌবন সনে, ভ'রে গেল সে-যে রূপে রূপে,
প্রতি লোমকূপে;
বিরাট কল্পনা মোর
অতৃপ্ত যৌবনে ভোর,
অঙ্কিতে নারি সে চারিমা; প্রজ্জ্বল মানস-পটে রঞ্জিত সে যে অপূর্ব্ব-অসীমা,
মানস-প্রতিমা!

কবির স্বপ্ন-সুষমা ছন্দে ও গানে

এই চিত্ত, এই চিন্তা, এই ছবি, এই রূপ,—ভাব, ভাষা, স্বপ্ন বক্ষে লুকাইয়া—
রহিনু জাগিয়া।

কত এল হাহাকার,—
তীব্র ব্যথা ক্ষুরধার
বিদীর্ণ পরাণে মোর; কে জানিবে ভুক্তভোগী? জেনেছ ত তুমি, তব অঙ্গে পাতা
মোর যত গাথা!

নিভাইনু মধু-বাতি! পূর্ব্ব-দিগঙ্গনা বালার্ক-সিন্দুর-বিন্দু নিল শিরে পরি'—
পোহাল শর্ব্বরী;
চলিনু অরুণ-স্নানে,
চাহি' অহো! পথপানে—
এ কি স্নিগ্ধ রূপ! কল্পনা মূর্ত্তিময়ী!—জাগ্রত যৌবনের প্রথম পিপাসা দিয়ে
গেল মোরে পিয়ে!

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
চৈত্র ২৯, ১৩৩৮
দিবা ৫-১২ মিঃ

কে তুমি অপরিচিতা ?

কে তুমি অপরিচিতা !
কল্প-বনের স্বর্ণ-লতিকা যৌবন-প্রস্ফুটিতা,
কে তুমি,—তুমি কে অপরিচিতা !

হিল্লোল, বিভ্রম, কূট-কটাক্ষ বিদ্যুৎ-বহ্নি-দীপ্তি,
অপরশ-পেলব-হস্ত-পরশ, অনুসন্ধিৎসু তৃপ্তি ;
মরাল-মন্থর চলচ্চরণ অযুত পদ্মযুক্ত,
দীর্ঘ-লম্বিত, নিতম্ব-চুম্বিত সর্পিল-বেণী মুক্ত ;
কে দেবি মানস-কল্পিতা !
লাক্ষা রসের দ্রাক্ষা-পীযূষে চরণ সুরঞ্জিতা,
কে তুমি অপরিচিতা !

সদ্য ঊষার রক্তিম-রাগ নিমীলিত চারু অঙ্গ,
অকলঙ্ক-ইন্দু-শোভনা-বদনা, স্ফুরিত-রশ্মি-রঙ্গ ;
নিটোল, অটল, সুডোল, সুদেহ, প্রবহ-কমল-গন্ধ,
লোলুপ-চরণ মন্থিয়া উঠে সুকবি-কবিতাছন্দ ;
কে দেবি দ্যুলোক-বন্দিতা !
নন্দন-বন-গন্ধ লতিকা মনোময় চারু-পুষ্পিতা,
কে তুমি অপরিচিতা !

কবির স্বপ্ন-সুষমা ছন্দে ও গানে

দিক্ দিগন্তে টানিয়া দিয়াছ মেঘান্তে সান্ধ্য-সৌর-কর,
আবীর-রাঙা রক্ত কপোলে ঈষৎ হসিত বিম্বাধর ;
স্বর্ণাঞ্চল ভিজিয়া ভিজিয়া গাঙীনের জল কল্লোলে,
কী মৃদুল-দ্যুতি সচকিত হ'ল যৌবন-তনিমা হিল্লোলে !
কে দেবি পুলক-নন্দিতা !
কল্প-লোকের পারিজাত মালা মনোরম চির-আদৃতা,
কে তুমি অপরিচিতা !

স্বর্গের তুমি ! মর্ত্তের তুমি ! কোন্ গগনের উর্ব্বশী!—
কারে বাহুমূলে বান্ধিতে চাও সুন্দরী, রূপসী, ষোড়শী!
কোন্ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা তুমি ! কোন্ প্রেমিকের কল্পনা!
কোন্ সমুদ্র মন্থনে তুমি, জন্ম লভেছ ললনা !
কে তুমি অমিয়া-সঞ্চিতা !
শ্রাবণ-গঙ্গার উচ্ছল-স্রোত তরঙ্গে তব লজ্জিতা,
কে তুমি,—তুমি কে অপরিচিতা !!

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
শ্রাবণ ২৬, ১৩৪০
দিবা ১২ ঘটিকা

কে আসে ওই !

(গান)

দুলক অলক
ঠমকে চমক
বরণ চম্পক-
কে আসে ওই !

দেখিতে দেখিতে-
চকিতে চলকে—
বিজলী ঝলকে—
লুকালো ওই !

চপল চারু
অঞ্চল,—
তৃষিত চিত
চঞ্চল ;—

করুণ দিঠি
কোমল মিঠি,
হসিত লসিত·
যোষিৎ ওই !

যখন-তখন
নয়ন-সঘন,—
গীতে, গন্ধে,
ছন্দে আসে :

রিনিকি রিনিকি,
ঝিনিকি ঝিনিকি,
কিনিকি কিনিকি
হাসে ;—

দেয় না ধরা
সুখ-ফোয়ারা,
কুসুমাভরা
কে বটে ওই !

শয়ন মন্দির
শ্রাবণ ১১, ১৩৩৮
দিবা ১২-৫৯ মিঃ

ভূলোকের নয় দুলালী

ভূলোকের নয় দুলালী !
দ্যুলোকের দুল্-দুলালী,
ছড়িয়ে গেল রূপ রূপালী—
এই সকালের মুকুল বেলায় ;

এল কি সে স্বপ্ন বেয়ে !
পুলকের ঝর্ণা নেয়ে !
রঙীন-রঙে পরাণ ছেয়ে,
ফুরফুরে ঝুরঝুরে হাওয়ায় ?

বুক-বাগানে ফুল ফুটালো,
মন-কুসুমে রঙ পরালো,
চরণ-পথে ফাগ্ লুটালো,
তড়িৎ-সরিৎ ঢেউ বুলালো বুকে

ছন্দে ছন্দে নাচ্‌লো হিয়া,
গোপনতার বার্ত্তা নিয়া ;—
নয়ন-কোণে নয়ন পিয়া
রঙ্‌লো চিত আবেগে টুক্‌টুকে !

—এ যেন হোলির রঙে,
ভিজলো শাড়ী নূতন ঢঙে !

নয় সে শুধু রূপের খনি,—
শ্রাবণের সন্ধ্যামণি,
অমৃতেরও আতর দানি—
কার পাণি বা ভরবে এসে ভঙ্গে,

আনন্দের নাগর দোলা,
গোলাপজলে আতর গোলা,
অনাঘ্রাত কুসুমদোলা,—
থমকে ওঠে ঠমক্ ভঙ্গে ভঙ্গে !

-পলকে চুকনু যেন,
অমিয়ার ভাণ্ডে হেন !

কমল-ফোটা স্বচ্ছ-তড়াগ,
পদ্ম কুঁড়ির আতর-পরাগ,
মলয় দোলা ফুটন্ত-বাগ,—
ছন্দে, গন্ধে হরষিল যেন হাসি

কবির স্বপ্ন-সুষমা ছন্দে ও গানে

স্বরগের প্রথম সিঁড়ি,
বিজলীবালার লুকোচুরি,
"মরণ-জীবন-কাঠির" পরী,--
মনে হয় ভালবাসি,—ক্ষুধা নাশি !

বলি, ও শরৎ নদি ?
বিলালে চমক্ যদি,
তবুও কেন বে-দরদী,—
মন যে আমার কি আনন্দে নন্দে!

আর একটু থাক্‌লে থেমে,
হয় ত লাজে উঠ্‌তে ঘেমে,
তাই আড়ালে চল্‌লে নেমে,—
দাদ্‌রা-ঠুংরি-কয়ালী-কার্ফা ছন্দে ?

—সদ্য ফোটা গোলাপ তোড়া,
ভাসালে "পাগলা ঝোরা !"

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
শ্রাবণ ১৫, ১৩৩৯
দিবা ৩-৩৫ মিঃ

সরমি' উঠিল বধূ নব আষাঢ়ে

চকিতে চলকে ধীরে
বরষ ভাসি',
আসিল হাসির রথে
হরষে হাসি'।

তরুণ চোখের তাই
নব ইসারে,
সরমি' উঠিল বধূ
নব আষাঢ়ে !

মুকুল-ছোওয়া বুক
দুকূলে মাতি,'
নিরালায় চাহে, হায় !
সখের সাথী ।

রঙের ছোঁয়াচ্ লাগে
মন মহলে,
কেন না চাহিবে চোখ—
চোখে তা'হ'লে ?

বিকালে গাঁথিয়া মালা
বকুল ফুলে,
পরাব আঁচল ধরি'
রেশম চুলে।

সরমে সরিয়া গেলে
ডাকিয়া কাছে,—
নরমে খুলিব কথা
যেটুকু আছে।

বরষ হরষ ঢালি'
যেয়োনা ভুলি,'
বুলাইয়া দিও সুখে
পরশ তুলি।

সরমি' উঠিল বধূ নব আষাঢ়ে

স্বপন জাগালো, প্রিয়া,
নয়ন খুলি',
বুকের ময়ূর নাচে
পেখম তুলি'।

আমি যে তরুণ অতি
করুণ কবি,
আঁখিতে আঁকি নিতি
প্রীতির ছবি।

শয়ন মন্দির
অগ্রহায়ণ ৯, ১৩৩৯
দিবা ১-৪০ মিঃ

দেখা দিবে একদিন বিস্ময়ের চোখে

ওগোঃ—

সে এক অস্ফুট স্বপন,

ছিল তা' গোপন,

এই অঙ্গের তরঙ্গ প্রবাহে—অতি শান্ত, অতি ধীর,

অতি সূক্ষ্মরূপে ;

প্রতি শিরামাঝে তা'র

জাগ্রত স্পন্দন ভার

ছিল চুপে চুপে !

ওগো—

তখনও কোমল মন,—

অতি শান্ত পণ,—

জাগে নাই কল্পনায়—কোন ক্ষণে, কোন রূপে,

কোন শিল্প-লেখা ;

তখনও সুপ্রভাত

করে নাই ছায়াপাত

রঙ আঁকা-জোঁকা !

দেখা দিবে একদিন বিস্ময়ের চোখে

তুমি—
তবু যদি বল ছিল না,
হবে যে ছলনা,
সব ছিল শোণিতে শোণিতে—ওগো, শোণিতের স্রোতে
বহু যুগ ধরি';
ঘুমায়ে ছিল সব
জীবনের কলরব
শিশু শয্যা'পরি!

তাই—
চোখে লেগেছিল ভালো,
প্রদীপের আলো;
মা যবে চুমিয়া মুখ শোয়ালেন শিশুটীরে
স্নিগ্ধ শয্যা'পরি,
আর কি লাগে নি ভালো
রূপালী ইন্দুর আলো
মাতৃ ক্রোড়ে চড়ি'?

ওগো—

জান না! কিসের বন্ধন ?—

শিশুর ক্রন্দন

থামে নাই,—থামাইতে পারে নাই, নিখিলের নগ্ন-গাত্র

শাদা দ্রব্যচয়,

লাল-নীলে শিশুমতি

ভিজে হয়েছিল অতি

কেন স্বপ্নময় ?

ওগো—

তাই ঐ উদ্যানের পাশে,

শিশু মৃদু হাসে,

তুলে' দিলে শাদা ফুল লাগে নাই ভালো, তাই

দূরে দিল ছুড়ি',

কখন্ যে চুপি গিয়া

শিশু নিল উপ্‌ড়িয়া

লাল লাল কুঁড়ি !

দেখা দিবে একদিন বিস্ময়ের চোখে

এই—
ভালো-লাগা-ও-না-লাগা
তাহে "চিত্ত-জাগা,"
পেয়েছে যে অভিনব রূপ ও রসের—গন্ধ স্পর্শের
অতি ক্ষুদ্র বীজ,
ইন্দ্রিয়ের সুপ্ত খেলা
করিতেছে গুপ্ত মেলা
লুপ্ত মনসিজ।

তব ধমনীর মাঝে যে স্বপন
হয়েছে রোপণ,
সে যে করি' উচ্চ শির,—
দেখা দিবে একদিন বিস্ময়ের চোখে
জান না তা' তুমি ধীর!

ওগো—
সেই স্বপন—গোপন
ফুটালো তপন :
আঁধারের বুকে অরুণে ফুটিয়া,—কিরণে রাঙিয়া,
ঢ'লে পড়ে কত দিন,
তারি পিছে চলে মাস
মুকুলিয়া পুষ্প-হাস্
রহস্য অচিন !

অহো !—
কিছু দূর গিয়া বর্ষ,
টানি' আনে হর্ষ,
মানে না মানা, শোনে না কথা,—শ্রাবণ গঙ্গার মত গ'ড়ে
তোলে—পরিপূর্ণতায়,
ওই যে ক্ষুদ্রবীজ
লুপ্তাকারে মনসিজ
মাতে মত্ততায় !

দেখা দিবে একদিন বিস্ময়ের চোখে

তবু—

তবু, অতি ধীরে ধীরে

দেহে ক্রীড়া করে,—

পঞ্চদশ মলয়ের দোদুল হিল্লোল বালিকার সর্ব্ব অঙ্গ

দিল পূর্ণ করি',

দ্বাবিংশ বয়সে হায় !

বালক চাহিয়া তায়

নিল চক্ষু ভরি' !

ওগো—

হেসো না ;—হেসো না, হেসো না,

এ নহে জল্পনা !

কবির কল্পনা, শিল্পীর ভাবনা এরে চেয়ে গেছে—

কত সতৃষ্ণায়,

যৌবন চাহিল ছবি

সে যে গো স্বভাব কবি

মহা মহিমায় !

কবির স্বপ্ন-সুষমা ছন্দে ও গানে

ওগো—
জীবনের এই সীমাতটে
কত স্বপ্ন রটে,—
নাচ, হাসি, গান, কাব্য, রূপ, ফুল নয়নের
নাচে আগে আগে,
লালসা জিহ্বা মেলি'
চাহে লীলায়িত কেলি
গাল-রক্ত রাগে।

ওরে—
জীবনের এই দোলে দোল্
দে দোল্ দে দোল্!
পরাণের এ নব হিল্লোল দোদুলিয়া উঠে
দে দোল্ দে দোল্!
এরে রে জোয়ার নেমে
রঙীনা উঠেছে ঘেমে
খুলে দে আঁচোল!

দেখা দিবে একদিন বিস্ময়ের চোখে

ধীরে—

রঙে, রঙে' গেল প্রাণ,

জীবন উজান,—

আঁকিনু মানস স্বপ্ন,—ফুটানু তা',—কত রূপে কত রসে

আধ নগ্নতায় ;

হৃদয়ে হৃদয়ে রাখী

এখনো রয়েছে বাকী

ফুলের মালায়,

ওগো—সে চারুবালা

নিখিলেশ !

এই দুনিয়ার যা' কিছু আনন্দ.

যা' কিছু উৎসব,

নর বা নারীর কেহ পায় নি একেলা ;

দুই অংশে ভাগ করি' দিয়া,—

বাহুর বাঁধনে করি' এক,

খেলাইছ অনঙ্গের চতুরঙ্গ খেলা !

শয়ন মন্দির
পৌষ ২২, ১৩৩৯
দিবা ৩-৩ মিঃ

সে যে গো তুহিন বালা

সে যে গো তুহিন বালা !
পটোল-চোখের অরুণ কিরণে পলকে শুকায়ে যাবে ;
আমি—চাহিব না,—দিব না জ্বালা,—
সে তুহিন বালা !

কত মৃদু তা'র গন্ধ-আধার,—
কেবা জানে—
কত রস আছে আঙুর-ঠোঁটে ;
চির অপরখ র'য়ে যাক্ প্রিয়া,—
ছোব না—
সরমে যদি গো ঘরমি' ওঠে !

সে যে গো তুহিন বালা

সিরাজের "ফৈজী" মেনেছে হা'র—
হীরাঝিলের সেই তন্বীরাণী,
তবু,—
ভরা-রূপসীর সকল ছন্দ
ছেয়ে আছে চারু অঙ্গখানি।

গোলাপের দলে সাজালে বিছানা,—
বলে—না, না ;—
গোলাপে দিদি লো কাঁটা আছে
ফুটে' যাবে কচি গায় ;
রেশম শয়নে যুথিকা ঢালিয়া
শিথিলে শোয়াও ভাই !

এত যদি তুই মৃদুল ও বালা
ফাগুন মলয়ে ঘুমা ;
গরণে তুই সহিতে নারিবি
ঘুমালে হানিব চুমা !··

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ফাল্গুন ১৯, ১৩৩৯
দিবা ১-৪৮ মিঃ

জানি না সরম তুমি ঢাকিবে কি দিয়া

কচি দুব-দলে,

নিশার শিশির জলে

যে শাড়ী হারা'ত কায়া,—

তারি অনুরূপে-রচা সিল্ক-শাড়ী, শায়া—

তাহারি ব্লাউস্-পিস্,

শিহরে বালার সুচারু অঙ্গ মৃদুলে অহর্নিশ !

সে ব্লাউস্—সে শাড়ী,—

তাও লাগে ভারী ;

প্রিয়া

জানি না সরম তুমি ঢাকিবে কি দিয়া !

জানি না সরম তুমি ঢাকিবে কি দিয়া

কভু ঈষৎ বিস্ফারি'

সবুজাভ শাড়ী,

ফুটে' উঠে ও-লাবণ্যে বসন্ত চাঁদের রঙ,—

ঢল-চঞ্চল ঢঙ,

আধ-খোলা—আধ-ঢাকা—কভু-দেখা—কভু-হারা

যৌবনের যুগল-আধার,

মলয়ের উতোল সঞ্চার

সুচারু বসন

করিল নিলাজ কেলি

বিকশিয়া পীন-পয়োধর,

সুকোমল অঙ্গে তাহা কত দৃঢ়তর !!...

শয়ন মন্দির
ফাল্গুন ২৯, ১৩৩৯
দিবা ৪-২৪ মিঃ

হোলির চাঁদের রঙ জেগেছে

হোলির চাঁদের রঙ জেগেছে
প্রিয়ার রঙের পাশে পাশে,
কোজাগরী উপ্‌ছে উঠে
ওই বদনের পদ্ম-হাসে ;
ঝুলন চাঁদে বুলন বুলায়,
আঁখি-তারার ক্ষুৎ-পিপাসায়,
নিবিড়-কালো চুলের গোছা
পাছায় পড়ে রাশে রাশে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে গন্ধ ভাসে !

ঢিলা-গলার "অঙ্গ-রাখা"
আধেক পথে "কমল" জাগে,
নেক্‌-চেন্‌ সুখ পেতে চায়
নিটোন্‌ হিয়ার মধ্যভাগে ;
ডুবডুবে ওই ওষ্ঠ-পুটে,
আঙুরের রস উঠ্‌ছে ফুটে,'
নরম গালে সরম লেগে
রঙলো প্রিয়া অরুণ-রাগে,—
চুম্বন কে লুকিয়ে দাগে !

প্রতি চরণ ছন্দ-ছাঁদে
স্বপ্ন যেন উঠ্‌লো ঝ'রে,
ফিরোজা আঁচল পড়লো খ'সে
দোলন-ঘায়ে ঈষৎ ন'ড়ে ;
এই ফাগুনে তা'রে পাওয়া
কি সুখ তা'রে চোখে চাওয়া !
তারি তরে গজল গাওয়া
—দাও না কবির মনটী ভ'রে,
রইবে রঙীন আঁচল ধ'রে !...

শয়ন মন্দির
ফাল্গুন ৩০, ১৩৩৯
দিবা ৩-১৮ মিঃ

তোমারে এ কবি যা' শিখাবে

তারে—
'বঙ্কিম' দিল রূপ-ভঙ্গিমা
'শরৎ' গড়িল মন,
সে রূপে ও মনে আনিল পরাণে
নিতি নব জ্বালাতন।

ঢং শিখাইল 'রবি কবি' মোর
আঙুর-চোয়া ও রূপে,
কাঁপন লাগিল স্বপনে তাহার
পিপাসিত লোমকূপে।

'গজল কবির' নব সুরে গানে
চুইলো প্রণয় ক্ষুধা,
বলে মনে মনে, কালো দু'নয়নে
পরশ দিদিলো সুধা।

বীণা ও গান শিখালো 'আঙুর'
'অমলা' শিখালো নাচ,
চরণে চরণে জড়ানো রয়েছে
ঠমকে সে নব ধাঁচ।

তোমারে এ কবি যা' শিখাবে

'ওমর', 'হাফেজ' বাঁচিয়া থাকিলে
রসিক হইত বেশী,
মেঘদূত আনি' 'কবি কালিদাস'
দাঁড়াত চরণ ঘেঁসি'।

—তোমারে এ কবি যা' শিখাবে সবি
আবছায়া ঢাকা থাক্,
কেন লো ও-বালা সরমে লুকোস্
এখনো খুলিনি বাক্!...

শয়ন মন্দির
চৈত্র ৯, ১৩৩৯
দিবা ৩-৩১ মিঃ

নিমিষে খেলে' গেল আষাঢ়ের বিজলী

বামে হেলানো সিঁথি, কপালে সিঁদুরটীপ্,
গোলাপ খোপায় আঁটা,—নয়নে শিখা-দীপ ;
ঢেউ-তোলা কেশপাশ, ইয়ারিং দেয় চুমি',
অধরে ঈষৎ হাসি জাগিয়া পড়ে ঘুমি' ;
সে-চারুবালা—
ফাগুন-শিশিরে-সেচা ফুলের মালা !

নিতমে পীতম্ শাড়ী,—জমিনে কালো বুটী,
চপল "কমল" ঘায়ে লকেট্ লুটোপুটি ;
ও কচি পদতল
জল-চোয়া শতদল,
শিহরণ আনে শুধু যৌবনে ঢলঢল্ !

কি জানি কেন বালা খড়খড়ি দিল খুলি',
দেখিনু কোমল করে ফুল-কলি আঙুলি ;
এক গোছা সরু চুড়ি গেল সেথা উজলি',
নিমেষে খেলে' গেল আষাঢ়ের বিজলী ;
—ও-ফুলবালা ?—
হবে না কি বাহুলতা গলার মালা !! ...

শয়ন মন্দির
চৈত্র ১৪, ১৩৩৯
দিবা ৩-১৯ মিঃ

তা'র সান্ধ্যবেশে

কত আল্‌তা পরিল ও-চরণ—
কত উজার হইল শিশি ও-চারু কেশে ;
কত সাবানে শোভিল ও-বরণ,
কত গলিল হিমানী তা'র সান্ধ্যবেশে !

কত আতর মাখানো ওড়নায়—
কত রোজ পার্ল পাউডার অঙ্গে চলে ;
কত ফ্যাসানে স্লিপার পরে পায়,
কত নিদাঘে আঁচল ভিজে গোলাপ জলে !

তা'র সে-ক্ষীণ কটিতে কোঁচা শাড়ী—
প্রতি প্রহরের বদলে যৌবন রাঙায় ;
সরু গয়না—প্যাটার্ণ রকমারি—
নিতি রোমাঞ্চ আনে তা'র ও-দেহ লতায় !

—যত বিবশ এ হিয়া হয় রাণী,
তত পাঠাইতে ইচ্ছা করে গন্ধলিপিখানি !··

শয়ন মন্দির
চৈত্র ২২, ১৩৩৯
দিবা ৫-১১ মিঃ

চোখে চোখ প'ড়ে গেলে

টল্‌টলে রূপ
ঢল্‌ঢলে কাঁচা
দেহ-লতা অনুপম ;

পরশের স্বাদ
শিখে' নেবে ব'লে,
তনু করে ছম্‌ছম্‌ !

নীলাভ নিচোলে
জরির আঁচলে,
বাঁধিয়া ও-তনু-তরী,

জীবন উজানে
উতরোল স্রোতে
ঢ'লে পড়ে রূপ-পরী !

ও-গোলাপ গালে
সুগোলাপী হাসি
চোখে চোখ প'ড়ে গেলে,

মাধুরী মিশায়ে
ফুল ধনু হানে
মনোরসে রস ঢেলে।

চোখে চোখ প'ড়ে গেলে

চকিতে ফিরাতে
সে-চারু-চাহনি
চমকে চাবির গোছা,

মন-গাঙীনের
কূলে লাগে ঢেউ
এম্‌নি নিখুঁত পাছা !

কিছু নিয়ে গেল,
কিছু দিয়ে গেল,
নয়নের আলাপনে,

—মনে হয় চুমি,
ও-রাঙা কপোল
বাতাবী ফুলের বনে !

শয়ন মন্দির
বৈশাখ ১০, ১৩৪০
দিবা ৯-৩৫ মিঃ

নারী ও নর—কে বেশী স্থন্দর ?

নর বিনে নারী, নারী বিনে নর
জগতের চোখে অস্থন্দর ;
একের মিলনে অন্যের উৎসব
ভ'রে উঠে সব।

কিন্তু, নারী ও নর
কী চক্ষে চায় পরস্পর ?
কে বেশী স্থন্দর ? নারী কিম্বা নর ?

নর পূজিয়াছে রূপ ও-রাঙা চরণ ধরি',
নারী চাহিয়াছে তা'রে উপভোগ্য করি',—
উভয়ে উভয়ের মনোমুগ্ধকর,
—তবু—কে বেশী স্থন্দর ?

এ মহা স্বষ্টির সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার হ'তে নর আর নারী,
আসিল কি দ্বিধা হ'য়ে এ জগতে অর্দ্ধার্দ্ধ রূপের অধিকারী ?
নহে, নহে, নহে
কখনও নহে ;—
মর্ম্মে শুধু এই ধারা বহে

তবে কেন বলে নারী—প্রাণ প্রিয়তম !
নয়নে সুন্দর তুমি মম ?
কেন নর বলে—প্রিয়তমা,
রূপের প্রতীক্ তুমি সর্ব্ব-প্রথমা ?
কী বাঁধনে বাঁধিয়াছ নর ও নারীরে ভগবন্ !
রূপের কী মহা-আকর্ষণ !

এইরূপ পরস্পরে পূজা
যায় যদি খুঁজা,
প্রতীতি জন্মিবে ঠিক রূপের পূজারী তা'রা নহে ;
যৌবন জোয়ার-গাঙে যে ধারাটী বহে,
তারি লাগি' তা'রা ইহা কহে।
লালসার অগ্নি-শিখা বাদ রাখি' বল বন্ধুবর,—
কে বেশী সুন্দর ?

কহিতে কি পারি,—
ওগো, নারী ?
সৌন্দর্য্যের সেরা-ভাগে তুমি অধিকারী !
লয়ে তব সৌন্দর্য্যের কণা
ও-ললনা ?

পুরুষ খেলে নি শুধু যৌবনের খেলা ;—
কত বেলা,
ব'য়ে গেছে শিল্পীর ফুটাতে চারু আঁখি,
ও রাঙা কপোল তব
পীন-পয়োধর নব,
চিত্রকর ফুটাইছে আধালজ্জা ঢাকি'
আধা রাখি' বাকী।

তোমার প্রতীক্ যেথা পারে নি পোঁছিতে,
সেথা তুমি ফুটে' আছ—কাব্য ও গীতে ;
স্বভাব-সৌখীন কবি—
তব রূপ লোভী—
চয়ন করিয়া কত আঁকিয়াছে ছবি ;
মিলন মন্দিরে বসি' প্রণয়ী যুগল,
তোমার অনঙ্গ-রূপে আনন্দ-পাগল।

পুরুষে কি রূপ নাই ?—
কেমনে বলিব আছে নারী তুলনায় !
সৌন্দর্য্য সৃজিতে শিল্পী তা'রে আঁকে নাই ;
চিত্রকর ধরে নাই তুলি,
কবিও লেখেনি কিছু খুলি'।

পুরুষের রূপ কিন্তু আছে,
সেটা শুধু রমণীর কাছে ;
রমণীর শিল্পে নহে,—রমণীর চিত্রে নহে,—
রমণীর কাব্যে নহে, প্রিয় !
জানিবে কী—ও ?—

নারীর চকিত চক্ষে
যৌবনের পথে তা'র লক্ষ্যে ;—

হেথায় পুরুষ-নারী রূপে নহে কম,
কেহ দেখে অনুপমা, কেহ অনুপম !

মধু কণ্ঠে জাগে কার স্বর ?—
নারী সৌন্দর্য্যের মোরা, নর—অর্দ্ধেশ্বর ;
রমণী যত না রূপবতী,

আমরাই গড়িয়াছি রূপ তা'র অতি ;—
আল্‌তা আঁকিয়া ও-চরণে,—
শাড়ী রঙাইয়া ও-পরণে,—
মণি-মুক্তা হয়েছে উজার,
ফুটা'তে চারিমা তা'র পরাইয়া গলে চারু হার !

—এ কথাও নহে,
মনে মনে মন মোরে কহে ;

"সুন্দরী" নারীর আখ্যা নরের "সুন্দর" আখ্যা নহে।
নগ্ন ক'রে দাও নারী-রূপ, খুলে' ফেলো
মণি, মুক্তা, মালা,
তবুও পুরুষ চেয়ে ফুটিবে রূপের
তা'র আলা!—

ও-লাল কপোল!
কচি কচি চরণ যুগল!!
কে পেলো সুন্দরতর,
নারী কিম্বা নর?

কান্তি কার কমনীয়?
কণ্ঠ কার রমণীয়?
কে পেয়েছে রোম-শূন্য উরু, বক্ষঃস্থল!
সুশ্রী কার,—বল্ বন্ধু বল্?

কে কোমলা,—কে সরলা—বল্ খুলে' বল্!
ঢেকে রাখি' ছল।

রমণী রম্য হ'ল সাজে?—
মনে নাহি রাজে!
স্বভাব-সুন্দর যেই সজ্জা লাগে তা'র,
পরাইতে নাহি পার,—সে লজ্জা তোমার!

নারী ও নর—কে বেশী সুন্দর ?

কি বাঁধনে নরনারী বাঁধা আছে ভাই,
নর পাইয়াছে যাহা নারী পায় নাই !
তারি লাগি' পরস্পরের টান্,
তারি লাগি' জগতের কবিতা ও গান ;—
তরুণ-কটাক্ষ বিনা উৎসব সভার কভু জাগে নাকো প্রাণ !

নর হ'তে নারী দূরে রাখো,
নারী রাখি',—নরে যদি ঢাকো,
এ জগৎ হবে হায় ! ক্রন্দনের লীলা,—
নিখিল আনন্দ যত নরনারী মিলনের অনন্ত অছিলা !

মহান্ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি দ্বি-প্রকারে ভাগ !
চোখে চোখে জাগে তাই মহা অনুরাগ !

শয়ন মন্দির
জ্যৈষ্ঠ ২, ১৩৪০
দিবা ৩-৪২ মিঃ

নিখিলের সৌন্দর্য্য উজার,
কভু কি হয়েছে একাধার ?

নিখিলে,—সৌন্দর্য্যের অভাব কী আছে ?
নয়নে সুন্দর,—শ্রবণে সুন্দর,—গন্ধে সুন্দর,-
আস্বাদে ও পরশে সুন্দর,
কত দ্রব্য আছে,—
মন যার ছুটে পাছে পাছে ;—
সৌন্দর্য্যের অভাব কী আছে ?

নিখিলের সৌন্দর্য্য উজার, কভু কি হয়েছে একাধার ?

রূপ শুধু ফুটে' ফুটে' ডাকে,
ফুল্লপত্রময় ওই গোলাপের শাখে ;—
স্নুন্দর কত নয়নে,
মধুর গন্ধ চয়নে,
নয়ন ও নাসা মোর চায় তা'রে কাছে ;—
সৌন্দর্য্যের অভাব কী আছে ?

জানালার কাছে বসি' বসি'
এক মনে চাই যবে ইন্দু-রূপসী,—
জোছনায় ভরে বুক,
ঝরণায় গলে স্নুখ,
নয়ন ও দেহ মোর চায় তা'রে কাছে :—
সৌন্দর্য্যের অভাব কী আছে ?

তটিনীর শ্যামল-অঞ্চল,—
আষাঢ়ের কচি কচি নব দুর্ব্বাদল,—
নয়নের নয় তৃপ্তিকর ?
পরশে নয় কি স্নুন্দর ?
বৈকালিক ভ্রমণে মন সেথা নাচে,
পেতে চাই কাছে ;—
সৌন্দর্য্যের অভাব কী আছে ?

কার কণ্ঠ,—বাজে বীণাখানি ?
সে কি নয় ফুলে-ঢাকা স্বরগের রাণী !—
কি জানি কে রাণী—শুধু মানি,
স্বপ্নালস প্রাণ ;—
অমৃত মন্থন করি' সে বীণার তান :
ঐ গান, ঐ তান,—এই প্রাণ
আরো চায় কাছে ;—
সৌন্দর্য্যের অভাব কী আছে ?
ফিরে' ঘুরে' জিজ্ঞাসে এ মন,
কি আনন্দ আনিয়াছ চন্দনের বন ?
—গন্ধ ও পরশ এক সাথে,
নিদাঘের রাতে
ডাকিয়া—মাখিয়া লও কাছে ;—
সৌন্দর্য্যের অভাব কী আছে ?
আষাঢ়ের "ফজলী" রসাল—
কী সঞ্চিত রসে রসে ভ'রে উঠে গাল !—
আস্বাদন রূপ ধরি'
জিহ্বায় পড়িল ঝরি',
বুক নাচে, মুখ নাচে,
ক্ষুধা ভাবে—সুধা রহিয়াছে ;—
সৌন্দর্য্যের অভাব কী আছে ?

নিখিলের সৌন্দর্য্য উজার, কভু কি হয়েছে একাধার ?

তবু,—
নিখিলের সৌন্দর্য্য উজার,
কভু কি হয়েছে একাধার ?
কোন ফুলে রূপ আছে,—গন্ধ নাই,
গন্ধ আছে,—রূপ নাই,
কেহ শুধু রূপে গন্ধে ভরা ;—
ইন্দুর রূপ আছে,—স্পর্শ আছে,
শব্দ গন্ধ নাই,
এম্‌নি গড়নে সেটা গড়া।
সঙ্গীতে আছে রঞ্জন ধ্বনি,
"জল-তরঙ্গের" কী মুগ্ধ কাহিনী !—
শব্দ আছে কাণে,—স্পর্শ আছে প্রাণে,
বুকে বুকে কই ?
চন্দন কহে স্পন্দন তুলি'—
গন্ধ ও পরশ ছাড়া আমি কারো নই।
রসালে রস আছে,—গন্ধ আছে,—আছে আস্বাদন ;
ইন্দ্রিয়ের অন্য তৃপ্তি সব অচেতন !
তাই বসি' ভাবি বারে বার,—
নিখিলের সৌন্দর্য্য উজার,
কভু কি হয়েছে একাধার ?—
সে কোন্ বিচিত্র সৃষ্টি নিখিল সংসার !

কবির স্বপ্ন-সুষমা ছন্দে ও গানে

বন্ধু,—লজ্জা আসে মনে,
কহি শুধু কাব্য কথা সনে,
সে কি নারী—নয় !
নিখিল সৌন্দর্য্য সেথা হ'ল সমন্বয় !—
নয়নে কুসুমোপম,
শ্রবণে সঙ্গীত সম,
অঙ্গ ও অলকায় গন্ধ খসি' ধায় ;—
চুম্বনে অমৃত সৃষ্টি, পরশে আনন্দ বৃষ্টি,
ষোড়শীর সম কে ধরায় ?

তাই নারী পুষ্পময়ী,—গীতিময়ী,—গন্ধময়ী,—
স্বাদু-স্নিগ্ধময়ী ;—
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যা সর্ব্ব-অঙ্গ দিয়া,—
যৌবনের তীরে বসি', রঙীন এ চিত নিয়া রহিনু বসিয়া !

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
জ্যৈষ্ঠ ২৮, ১৩৪০
দিবা ৬-৫ মিঃ

কে মজিল রূপ নিরখি' !

(গান)

বুকের ব্যথা বুকে রেখে,
সরম যদি
লাগে সখি,
তবে কেন হায় ! দিবা নিশি
চোখে চোখে
মাখামাখি !
আঁখির কোণে পরাণ হানে,
মরম ব্যথা
মরমী জানে ;—
কে চাহিল
মুখের পানে,
কে মজিল রূপ নিরখি !'

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
মাঘ ৯, ১৩৩৮
দিবা ৩-৩০ মিঃ

কী মধু স্খলিত হয় নয়নে নয়নে !

একা মোর নহে ভালবাসা,
বালিকার অঙ্কুরিত প্রণয়-পিপাসা।

* * *

সখা,—জীবনের এই সন্ধিক্ষণে,
কী মধু স্খলিত হয় নয়নে নয়নে !
কত আশা,—প্রেম-ভালবাসা,
মুকুলিয়া উঠে ক্ষণে ক্ষণে ;
অপূর্ব্ব সে পূর্ব্বরাগে
পরস্পর মুখ-ছায়া পড়ে মনে মনে !

লুটিতে—লুটাতে চায়,
ফুটিতে—ফুটাতে চায়,
ভাসিতে—ভাসাতে তায়,—
প্রণয়ের ভাব-দরিয়ায়
অনন্ত স্বপন জাগে জীবনের এই প্রতীক্ষায়

* * *

কী মধু স্খলিত হয় নয়নে নয়নে

যদি, ঈষৎ ঘুচাতে পারি দুখ,
দোষ কি চুমিতে হাসি টুক্ ?
যদি, চলিয়া সে পায় কিছু সুখ,
কেন পাতিয়া দিব না ভরা বুক ?

তা'র পাদ-পদ্ম দিয়া,
এ-হৃদি-পদ্ম মোর যাক্ না সে দলিয়া দলিয়া ;
মোর বক্ষ ঘর্ম্মে তা'র অলক্তক রেখা,
ভৃগুপদ চিহ্ন সম থাক্ চির লেখা !

সখা,—জীবনের এ শুভ লগনে,
কখন কাহারে কি বাসিয়াছ ভালো ?
কখন কি ভাবিয়াছ—
তরুণীর চোখ দু'টী কেমন রঙালো ?
করুণ নয়ন প্রান্তে—
প্রতিমার রূপ-দীপ্ত ছবি,
কখন কি করেছে তোমায়
চির ভাব-মুগ্ধ কবি ?
প্রাণের স্পন্দন তব
তা'র আঁখি সনে গেছে মিশি',
সেই রূপ-জয়োল্লাসে, কেটেছে কি
জীবনের কিছু অর্দ্ধনিশি ?

সখা, বল, কেহ নাই বল !
কভু কি লেগেছে ভালো রূপ ঢলঢল ?
তবু, পাওনি পরশ তা'র—ওগো, পরশ না পেয়ে,
দাঁড়ায়ে দেখেছ দু'য়ে, শুধু চেয়ে চেয়ে !

সখা, তা'র চেয়ে মিষ্ট নয় কবি,
তোমার মরম তলে আঁকা আছে সবি,—
বালিকার আঁখি-মুগ্ধ ছবি !

হে মোর তরুণ সখা, অরুণের রাগ সম লাল !
যদি—প্রস্ফুটিত নহে তব কাল,—
যৌবন মধ্যাহ্ন নহে—প্রশান্ত সকাল,
তবে, ইচ্ছা করে মনে
আজি এই কাব্য-কুঞ্জবনে,
প্রতীক্ষার সুখাস্বাদ কহি আলাপনে !
হয় ত একদা ইহা বুঝিবে গোপনে !

আজি মোর জীবনের পল ও বিপল,
ফুলগন্ধ মুখরিত উৎসব-চঞ্চল !
প্রত্যেক প্রহর,
ভাদর গাঙীনের অনন্ত লহর !
আর হপ্তাগুলি,
রামধনু-রঙে-ভেজা সপ্ত তুলি !

কী মধু স্খলিত হয় নয়নে নয়নে

আর   পে যৌবন তব,
মোর যৌবন সম,—
ওগো প্রাণ-প্রিয়তম সমধর্ম্মী মম ?
যদিচ যৌবনে তব হ'য়ে থাকে
প্রণয়ের নব সুপ্রভাত,—
মুকুলিতা বালিকার ঘন ঘন নম্র আঁখিপাত,
তবে ত অঙ্গে তব বসন্ত উদয়,
বুঝিতেছ সুখাঙ্কুর কি আনন্দময় !
সেথা কি ফুটে না ফুলবন ?
বহে না কি মলয় পবন ?
উঠে না কি কোকিল-কাকলী ?
বালিকার রূপ দলি—বলি'
চলিতে চাহেনা সেথা নিঃশব্দ চরণ,—
ইন্দুর কিরণ সিক্ত বাসর শয়ন !

তারপর—যদি মিলে দুইটী যৌবনে
জীবনের মাহেন্দ্র লগনে,
দি'ও না সে প্রেমিকারে প্রণয়-চুম্বন,
যতক্ষণ না করেছ এই কাব্য দিয়া তা'র চরণ বন্দন !

কবির স্বপ্ন-সুষমা ছন্দে ও গানে

এ-তো নহে শুধু কাব্য গান—
প্রাণ-নিঙড়ানো রস প্রণয়ের বান ;
দু'জনে কি দিবে না সাঁতার ?
মিলন-কটাক্ষ মাঝে পড়ি' একবার ?
উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমের এই নব আবিষ্কার !

তোমার—কটাক্ষে ওগো ছবি !
কেড়ে নাও সবি,
অকবিরে ক'রে দাও কবি !

শয়নমন্দির
আষাঢ় ১৯, ১৩৪০
দিবা ১-৫৪ মিঃ

রূপ-কণা তা'র দেখনু চারু শিল্পাগারে

আজিকার আলাপনে টান্‌বো কি আল্‌পনা ?—
প্রণয়ের শতেক-রঙা কল্পনা !
ধীরে ধীরে,
পরাণ চিরে',
ললিত সুরে,
অন্তঃ-পুরে
তুল্‌বো কি সুর মূর্চ্ছনা ?
ভাঙ্‌বো কি আজ আপন মনের আন্‌মনা ?

রূপ-কণা তা'র দেখনু চারু-শিল্পাগারে,
সরমে স'রে যেতে আধেক দ্বারে ;
নিটোল কায়া,
ঈষচ্ছায়া,
জরির আঁচল—
রূপ ছল্‌ছল,
সোহাগ লুটে বুক-ভারে;
দীপ শলাকা রঙ খেলে' যায় আঁখির 'পারে !

তরুণী কি থির্ থাকে পটোল-নয়ন ঘায়ে ?
তা'রে যে রূপ-সায়রে মূরছায়ে ;
স্তব্ধ আঁখি
ক্ষণেক থাকি',

আপন মনে,
সঙ্গোপনে
বিলায় দিঠি চুপ্-ঠায়ে
এই বসন্তের ব্যাকুল-চুমা ফুল-বায়ে !

ধীরে ধীরে বাতায়নে কখন বা চুল খুলে,-
তা'র অঙ্গ সকল চুল্‌বুলে ;
পড়ে—"চয়নিকা",
রূপ নায়িকা,

হঠাৎ রাখি'
সোহাগ মাখি',
দৃষ্টি করে—"বুলবুলে",—
বল কবি কাব্যে শুধু এ সময়ে মন ভুলে ?

রূপ-কণা তা'র দেখনু চারু শিল্পাগারে

বঙ্কিমের "বিষবৃক্ষ" বক্ষমূলে মূল গাড়ে,-
শরৎ, মন গড়ে ও চূরমারে ;

সে-রাঙা মন,
করতে চয়ন

মন যে আমার
খুল্ছে দুয়ার

ঈষৎ ঈষৎ চোখ-ঠারে,-
আর কত দিন রইবো ভাবের তোলপাড়ে ?

আজ কিরে তা'র কুঞ্জবনে নাম্বে সাঁঝ ?—
বাজ্বে বালার বীণ্-এস্রাজ ?

সরম টুটে'
মরম ফুটে,'

উঠ্বে গান—
কণ্ঠ তান,

ঢেউ দুলাবে মনের মাঝ !
হৃদয়ের দলগুলি সব খুল্বে ভাঁজ !

কবির স্বপ্ন-সুষমা ছন্দে ও গানে

হয় ত কবে এক মালঞ্চে উঠবো ফুটি',
রূপ হেরে' গোলাপ পড়্‌বে লুটি
উঠ্‌বে হিয়া,
রোমাঞ্চিয়া,

চুম্‌ চুমোয়,
রুম্‌ঝুমোয়,
বাহুর পাখায় মিল্‌বো দু'টী,-
ভরা-বুকের পা'ল তুলে' তরী চল্‌বে ছুটি', !
—সেই প্রভাতের অল্প বাকী,
যে দিন কমল মেল্‌বে আঁখি !

শয়ন মন্দির
শ্রাবণ ১২,১৩৪০
দিবা ১-৩০ মিঃ

গীতাঞ্জলি দিতেছিল বালা

কে জানে
কাহার পানে,
অর্দ্ধ-ইন্দূজ্জ্বল-শুভ্র অর্দ্ধ নিশীথে
সুধাকণ্ঠে তা'র মন প্রাণ,
নিজমনে গীতাঞ্জলি দিতেছিল বালা ;
চয়ন করিয়া একখানি, আনি' তা'র মাঝে
সাজাইনু এই কাব্য ডালা।

কবির স্বপ্ন-সুষমা ছন্দে ও গানে

(গান)

শয়ন মন্দির মাঝে,—
তোমার মোহন মূরতি খানি
হৃদয়ে সতত রাজে !

এস ভাঙি' মোর দুখের কারা,
মরমে ঢালি' গো সুধার ধারা,
কুসুমিত কর এ নবজীবন
নয়ন-শোভন সাজে !

গগনে উদিত শশী,—
দীরঘ যামিনী কেমনে যাপিব
নিরালা নিঝুম বসি' ;

সমীর সুবাস দিতেছে আনি'
মূরছি' পরাণ খানি,
এস ফিরে এস দেবতা আমার
আজিকে এমন সাঁঝে

শয়ন মন্দির
জ্যৈষ্ঠ ২৬, ১৩৩৭
রাত্রি ১১-৪৮ মিঃ

অহো কণ্ঠ !

অহো কণ্ঠ !—কেমন ও কণ্ঠ তা'র বঁধু
লিপিকায় ফুটানো কি যায় তাহা শুধু ?
অনুভূতি মূলে তাহা ক্ষরে ধারা মধু !

ওই কণ্ঠে নব নব মৃদু সম্বোধন !
ফুকারি' উঠিয়া তা'র বিকচ যৌবন !
করিবে কি এ হৃদয় শান্তি-নিকেতন ?

'প্রিয়তম' ওই কণ্ঠে বাণী 'প্রিয়তম'
কী অপূর্ব্ব রাস-রসে ভরি' অনুপম,
নিষিক্ত হবে কি হিয়া অমৃতের সম ?

আর 'প্রিয়তমা' বাণী—মোর কণ্ঠখানি,
বেসুরা ও কণ্ঠ পার্শ্বে হবে তাহা জানি ;—
কিম্বা কড়ি কোমলেতে দিবে গীত টানি ?

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
শ্রাবণ ১৫, ১৩৪০
দিবা ৪-৩০ মিঃ

তা'র কি এম্‌নি করে মন ?

যার লাগি' আমার এ মন—এমন,
তা'র কি এম্‌নি করে মন ?
একটী নিশার তরে
সে কি কভু স্বপ্ন ভরে,
মোর মুখ পানে চেয়ে চায় আলিঙ্গন ?
অথবা প্রহর গতে, ফুলশয্যার পথে
মনের মুকুরে তা'র জাগে এ বদন ?
অতৃপ্তি মিটাইতে
একটী চুম্বন !

মোর আঁখি-কথা কিছু করে না চয়ন
একাকী সে করিয়া শয়ন ?
যখন পালঙ্ক 'পরে যুথিকার গন্ধ ঝরে
ইন্দুর কিরণ নামে ঝিমাতে নয়ন !
তখন ও দেহ-লতা
চাহে না সরম-কথা ?—
আনো আনো বুকে মোর নিবিড় বন্ধন,
এক আলিঙ্গন আর
শতেক চুম্বন !

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
শ্রাবণ ২৩, ১৩৪০
দিবা ৫-৩০ মিঃ

বেশী ত কথা কিছু নয় !

বেশী ত কথা কিছু নয়,
সে যদি আসিত এ সময় !—
একবার দেখিতাম চোখে ;
কহিতাম নাহি "দু'টী কথা !"—
তারপর চলিয়া সে যেত যথা-তথা।

একটা গাইত নাহি গান !—
পাতিয়া দিতাম এই কাণ ;
হরিণ শিশুর মত চাহি',
বল্‌তাম—"একটী আর বালা",—
তারপর হ'ত নাহি বিদায়ের পালা।

হয় ত দিতাম "দু'টো খিলি,"—
নিজেই তা' করিতাম বিলি ;
কহিতাম,—"দিব সরবৎ ?"—
কথা শুনি' দিত মৃদু হাসি',—
তারপর সে নাহি বলিত "তবে আসি"।

কবির স্বপ্ন-সুষমা ছন্দে ও গানে

একটু, নাচিতে বল্লে হ'তো,
—না থাক্,—যদি সে লজ্জা পেতো!
তাও না,—শ্রান্তি আসিতে পারে!
—না হয় দিতাম শয্যা পাতি' ?—
"যেতে হবে" হয় ত বলিত এই রাতি

যখন যাইত সে চলি',
প্রাণ মোর করিত বিকলি ;
শাড়ীতে দিতাম মৃদু টান্,—
হয় ত হানিত নয়ন বাণ !—
"কিছু না কিছু না" বলিতাম
"শুধু হাওয়ায় গেছে ভাসি",-
যদি বুঝিত সে,—বলিতাম "ভালবাসি !"

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
শ্রাবণ ২৪, ১৩৪০
দিবা ৮-৩০ মিঃ

কি প্রকারে আসিতে সে পারে ?

হায়, কল্পনা শুধু, মনের কলসে ঢালে মধু !

* * *

মোর পুরদ্বারে,
কি প্রকারে আসিতে সে পারে ?
সে নারী, আমি নর,
দেখা হ'লে পরস্পর,
লাজে লাজে হই মর মর ;
তাই, বিরহী যক্ষের বক্ষ নিয়া
রহিনু বসিয়া ;
যার ছবি
ভারতের কবি,
মহাকল্পনায় হেরি' রঙাইল কাব্য-সুধারসে,—
কোন আষাঢের এক অগস্ত্য-দিবসে ।

* * *

যৌবনের যত প্রেম কলি-সম উঠে,
তাই কি পূজায় লাগে
পুষ্প হ'য়ে ফুটে !
—কত ঝরে মুকুল বেলায়,
তবে কি এ তাই

সাধের শৃঙ্খল বল কে পরিত পায়,
এ কথা জানিলে আগে ভাই !
তাই বা কেমনে বলি
সাধ করি' এ মরম তা'রে দিনু বলি
ধনীর নগর, পথিকের পথ, মানুষের প্রেম
একদিনে উঠে না ত গ'ড়ে ;
জন্মের দিবসে তা'রা কারুর ত
পড়ে না নজরে ;
সময়ের অন্তে দেখি উঠেছে নগর, প'ড়ে গেছে পথ,
ভ'রে গেছে মন চিত্তের অগোচরে

জব চার্ণক্ যবে প্রথমে করিল বাস
ফেরুপাল মাঝে,
সে দিবস কেউ কি ভাবিল, বিজলী জ্বলিবে সেথা
একদিন সাঁঝে ?
তোমার প্রথম পদ যে দিন পড়িল ওই
শ্যাম-শস্প দলে,
কে জানিত সেথায় পড়িবে রেখা
সবাই চলিবে পথ ব'লে ।
প্রথম দেখিয়া তা'রে চোখে লেগেছিল ভালো—
এ বই ত আর কিছু নয়,

কি প্রকারে আসিতে সে পারে?

তারপর অলখিতে চোখে চোখ প'ড়ে গিয়ে
মন প্রাণ হ'ল মধুময়!
তারপর এতটুকু হাসি,—একটুকু দান,—
ঈষৎ আড়াল থেকে,
গোপনের সেই গবেষণা ল'য়ে, ধীরে ধীরে
মন গেল বেঁকে!

তারপর চোখের খুঁজিতে ভাষা—
মন করে নিতি আনা গোনা,
এই নিয়ে কবি,—এই নিয়ে কাব্য,—
প্রণয়ের স্থরু আলোচনা;

সাধের শৃঙ্খল নয়—এ বড় বিস্ময়,
কখন জড়ায়ে গেছে নাই পরিচয়!

তরুণ-অরুণ সম কৈশোরের পহেলা ফাগুন দিনে
ভেবেছিনু ভাই,
রূপ-সীমন্তিনী আসি' যৌবন-দহন দেহে ফুলমালা
পরাবে গলায়;
সে শুভদৃষ্টির মাঝে সাহানারে রূপ দিয়া
বাজিবে সানাই,
ভাদরবন্যার স্রোত হৃদয়ে বহিয়া, পূর্ণ হবে শূন্য বক্ষ
কানায় কানায়;

রত্নসম যত্ন করি' তারি লাগি' রেখেছিনু
অনিন্দ্য যৌবন,
ছিঁড়িনি শৃঙ্খলা কিছু,—তা'র হাতেই প্রথম লইব পান
এই ছিল পণ।
শুধু,—একটা কোরকে ঢাকা রূপ, ছিল মোর
চিত্ত-কল্পনায়,
সে পুণ্য দৃষ্টির আগে, মূর্ত্তিমতী হ'ল, হায়!
এ ফুল বালায়!

শত উৎসব মাঝে, তারি কথা মনে পড়ে,
শত কাজে তারি মুখ রাজে;
শত সঙ্গীতে তাহারি চরণ ধ্বনিছে
বুকের মাঝে!

তবু পাইব না?—পুড়াবে এ মন মোর!—
কিবা ক্ষতি তায়;
নারীর দহন কীর্ত্তি জগতের ইতিহাসে
অঘোষিত নাই!
হেলেনা পুড়াল ট্রয় রূপের আগুন দিয়া,
লঙ্কাদগ্ধ রূপেরই লাগিয়া,
কৌরব বিন্ধিলে লক্ষ্য, ভারতের যুদ্ধ গেলে
যেতও থামিয়া!

কি প্রকারে আসিতে সে পারে?

পদ্মিনী পুড়িল নিজে,—পুড়াল চিতোর ;
রূপানলে ধ্বংস সুন্দ উপসুন্দ জোড় !
বুঝি সব, জানি সব ;—পতঙ্গ-প্রমত্ত মন তবু দাবাগ্নির
পানে ধায়,
ভাদর পদ্মার স্রোত উতরোল কলকল্ ছুটে' যেতে
চায়,—

সৌন্দর্য্যের সেই ঠিকানায় !
—আসিতে কি দিবে তা'রে—
মোর পুরদ্বারে ?
দাওনা আসিতে তা'রে
মোর কাব্যাগারে ;
সে যে কাব্যময়ী———আমি তা'র কবি,
তা'র সাথে আলোচনা করিতাম সবি !

উর্ব্বশীবিদায় ক্ষণে রাজা পুরূরবা যে-পিপাসু আঁখি দিয়ে
চেয়েছিল তা'রে,
জনমের মত বারে বারে,
সে আঁখির অন্তর্দৃষ্টি বুঝাতাম তা'রে ;
বল্লিতাম—তা'র চেয়ে ক্ষুধিত, তৃষিত আঁখি
আরো কারো আছে,
কাব্যময়ী চিনিত তা' মোর আঁখি-নাচে !

বনশাখা মাঝে হেরি' নিতম্ব-কুন্তলা,—
আশ্রম-বালিকা শকুন্তলা,
দুষ্মন্ত যে মন নিয়ে ফিরেছিল দ্বারে,
তেমনও মন আছে
বুঝাতাম তা'রে ;
কাব্য আছে,—কবি নাই, ফুটাইবে তা'য় !
বালা কি চিনিত হিয়া অনুভূতি ঘায় ?

আষাঢ়ের মেঘদূত—যক্ষবক্ষধন
সেই সৌন্দর্য্যের রাণী,—
তা'র রূপকথা কাব্যে আনিতাম টানি',
বলিতাম—এর চেয়ে যে রূপসী এ জগতে আছে
সেই চারুবালা মোর আজ এত কাছে !
রূপে রূপ মিলাইতে গিয়া
লজ্জায় রঞ্জিত তা'র আরক্ত কপোল,
অচুম্বনে আনিতাম চুম্বনের দোল !

শিশুর ভূগোল পড়া মত
মানচিত্র সম্মুখে রাখিয়া,
করিতাম কাব্যপাঠ মানস-প্রতিমা-রূপ
নয়নে ধরিয়া !

কি প্রকারে আসিতে সে পারে ?

হায় ! শুধু এক ব্যথা বাজে
আজিকার সাঁঝে,
আসিতে কি দিবে তা'রে মোর মন্দিরে ?
কেহ জানিবে না, কেহ শুনিবে না,—
বাজিবে না ধ্বনি তা'র চরণ মঞ্জীরে !

না,—না,—নরনারী মিলনের শত অন্তরায়,
একমাত্র ছায়াপথ বিবাহে জন্মায়।

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ভাদ্র ১৫, ১৩৪০
দিবা ২ ঘটিকা

তবুও তাকায়ে থাকি

সে ত আশ্বিনে নহে ;—
যখন———শেফালি বালা বিছায় আঁচোল,
অপরাজিতার চাহনি পাগোল,
শ্যাম-লতা ফুলে গন্ধ-উতোল,
আকাশে, বাতাসে,
সুহাসে, সুভাষে
নিখিল জনের চিত্ত মাতোল—
সে ত আশ্বিন :—সে ত আশ্বিনে নহে !

যখন———তটিনী করে তটের খেলা,
গোধূলে সখীন্ ভাসায় ভেলা,
নাগর দোলা ঢেউয়ে দু'বেলা,
ভরায়, ভরায়—
ডুবায়, হারায়
তরুণী-বিহীন মন একেলা—
সে ত ভাদ্র :—সে ত ভাদ্রে নহে !

তবুও তাকায়ে থাকি

এত ক্ষীণ মৃদু কিসের জল ?
নব নায়িকার ঘরম দল !
কোন্ মিলনের মতির ফল,
বলনা, কহনা,
ছলনা, ললনা !
চাহিছে ভিক্ষা, পরাণ কমল ;—
সে ত হেমন্ত :—সে ত হেমন্তে নহে !
আকাশে যখন ঝরণা গলে,
বিরহ মাতায় বুকের তলে,
রজনীগন্ধা প্রাণ পাগলে,
উঠিতে, বসিতে,
শুইতে,—নিশীথে
চারু-হিয়া তা'র মন উথলে—
সে ত আষাঢ় :—সে ত আষাঢ়ে নহে !
যখন———লেপের তলে বুক নিঝুমে,
কাহারে খুঁজিয়া আধেক ঘুমে,
থাকিত যদি রে এ-মরশুমে,
এ হিয়া সে নিয়া,
ফিরিয়া, ধরিয়া
মাতিয়া উঠিত মিলন-চুমে—
সে ত শীত :—তখনও নহে !

তারপর বুকের আগুন,
জাগ্‌লো আবীর দোলের খুন,
তরুণী-তরুণ ফুটাছে তূণ,
এ-ফুলে, ও-ফুলে,
মুকুলে, কোকিলে
মাতিছে কবি, ফুলের ফাগুন ;—
তখন :—তখনও নহে !

তারপর আধা রহিল বাকি,
ফটিক্ জলের শুষক ফাঁকি,
কোন্ ভরসায় প্রিয়ারে ডাকি !
সরমে, মরমে—
চরমে, গরমে
রূপের বাতি গলিবে নাকি ?
এ যে নিদাঘ :—এখনও নহে !

তবুও যা' কিছু রয়েছে বাকি,—
তারি পানে তাকায়ে থাকি ;
হায়রে আশার এম্‌নি ফাঁকি !

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
ভাদ্র ২৩, ১৩৪০
দিবা ৯-৩০ মিঃ

এস,—এস বালা হাসি মাখিয়া !

আমি, শেফালির বনে মন বিছাইয়া
আশিনে রহিনু চাহিয়া,
থল-কমলের সজল বরণে
তাহার বরণ স্মরিয়া ;

ভুলিয়া রহিনু শারদোৎসব,
জেগেছে বাসনা, বেদনা প্র-নব,
বধূ্ মিলনের মধু্ কলরব
নামিছে থাকিয়া থাকিয়া,
এস,- এস বালা হাসি মাখিয়া !

ভাদর-গঙ্গায় ভাসিলে ঢেউ
নাচায়ে পান্‌সী তরণী,
তোমার আশায় গাইনু ইমন্‌
উষার-আলোক বরণী ;

চল-নদী জল কল কল কল,
এস ভাসাইবে অঙ্গ-তরল,
আঁখিতে আঁখিতে হানিয়া অনল
জ্বালায়েছ মন ধমনী,
প্রিয়া,- কমল গন্ধ-ভরণী !

হেমন্তের বনে কত যে ফিরিনু
উষার আলোকে আলোকে,
কত গাথা গান নিয়ত রচিনু
নব ছন্দের শোলকে ;

শিশির সিক্ত দূর্ব্বা-শ্যামল—
যদি তাহে পড়ে ও-পদ কমল,
সেই পদচিন্ ছায়া সুকোমল
ধরিতে শিহরি' দু'চোখে,
প্রিয়া,— পুলকের দেবি ভূলোকে !

আষাঢ় ধারার বিরহের মাঝে
আসিত কখন সে-যদি,
প্রেম সরোবর ভরিয়া ভরিয়া
পাথার বহিত ও-নদী ;

হয় ত ফুটিত অন্ধ-কেতকী,
সলিলে ডুবিত দগ্ধ চাতকী,
রজনীগন্ধা উঠিত চমকি'
নিশীথ হিয়ার দরদী,
নাই— অমিয়া প্রেমের অবধি !

এস,—এস বালা হাসি মাখিয়া:

শীতল নিশীথে কন্‌কনে শীতে
এস নাই মনোরঞ্জন,
হিয়ায় হিয়ায় ঘর্ষণ দিয়া
তুলিতে অনল স্পন্দন ;

দীরঘ নিশীথ—নিথর নিঝুম,
কোথায় রঙীনা—কেন হবে ঘুম ?
আঙুর-রসাল অধরের চুম্
হানিয়া নয়ন-খঞ্জন,
কত,- জড়ায়ে বাহুর বন্ধন !

ফাগুনের পথে ফাগ্ ছড়াইয়া
রক্ত করিয়া আঙিনা,
পিচ্‌কারী-রঙে শাড়ী ভিজিত যে
হাসিত যদি সে রঙীনা ;

সে—হেঁটে গিয়ে ঐ ফাগে ফাগে,
তুলিত গোলাপ, গোলাপের বাগে,
পরাইত মালা সন্ধ্যার রাগে
হইত জীবন-সঙীনা,
বাসরে বাজায়ে ও-বীণা !

ফুল শুধু খ'সে খ'সে প'ড়ে গেল
মলয়ের মধু পবনে,
বাতাবী শুধুই গন্ধ হানিল
চাঁদনী-চকিত গগনে ;
বাসরে জ্বলিল অকারণ বাতি
এই ত সময় ! পরাণের সাথী !
ফাগুনে আগুন উঠিয়াছে মাতি'
এস মোর চারু কাননে,
প্রিয়া,— প্রণয়-কুসুম চয়নে !
তবুও তুমি ত এলে না,
প্রাণের নিঠুর 'হেলেনা' !
ওরে, কবি তোরা ফাগুন লইয়া থাক্
আমি, ফিরে যাই নিদাঘে,
তোরা, মধু-মধু শীতে অঙ্গ ঢোলাস্—
আমি, সন্ধ্যা ঊষার সোহাগে ;
তোরা, কোকিলের গানে কাণ পেতে দিস্,
আমি, প্রভাতে শুনিব দোয়েলের শিস্,
তোরা, বসন্তের মাঝে—বসন্তে ডাকিস্
প্রিয়ারে আকুল আবেগে,
আমি— চাহিয়া, গাহিয়া জাগিব রাতি
অধীর উদাস বেহাগে !

তোরা, মলয় হাওয়ায় জুড়াইবি দেহ !
আমি, খস্‌খসে দিব ছাইয়া এ গেহ !
আমি, গোলাপের জল বসনে ভরিয়া
মাখিব চন্দন-স্নেহ !

ওরে, কবি তোর ফাগুন-মলয়ে
কয়টী কুসুম ফুটেছে,
চেয়ে দেখ মোর নিদাঘ-অঙ্গন
কেমন মূর্ত্তি পরেছে !

বেল-কুঁড়ি সবে খুলিয়াছে আঁখি,
বিকালে বকুল ফুটিয়াছে ঝাঁকি',
টগরে রগড়্ রাখে নাই বাকি,—
রক্ত করবী তরুণ গরবী
মহুয়া গন্ধ ভরেছে,
স্বর্ণ চাঁপায় মালতী পাতায়
হর্ম্ম্য-কানন ছেয়েছে !

যামিনীর মাঝে কামিনী—খুলিয়া
গন্ধ দিতেছে চুমায়ে,
কুন্দ কহিছে—"সবাই জেগেছে,
র'ব না ত আর ঘুমায়ে ;"

গন্ধরাজেরা গন্ধ কহিছে,
শত শতদল ঘোমটা খুলিছে,
হাস্‌নার বন পবনে দুলিছে
সুবাস ছড়ায়ে ছড়ায়ে ;
নিদাঘের শেষে যূথিকার পালা
কানন-আনন জড়ায়ে।

তা'র মাঝে সে-তুহিন বালা !
আসিবে কি হাতে লয়ে সরু যুঁই মালা ?

শুধু, কোকিলের কুহু আর পরাণের উহু নিয়া
থাক্ কবি তুই বসিয়া,
আমার সাধের লোলুপ কুঞ্জ
গিয়াছে সুরসে ভরিয়া ;

সবুজ পাতায় লিচুর থোকা,
পরেছে সিঁদুর নাই লেখাজোকা ;
দুল্ দুল্ করে রসের দোলকা
ভোগীর জিহ্বা চাহিয়া,
কবি— কি হবে ফাগুনে গাহিয়া ?

এস,—এস বালা হাসি মাখিয়া

শাখে শাখে আম,—ফলের রাজা,
পক্কবরণে প্রচুর তাজা ;
গন্ধ কাঁঠাল গল্‌সা, খাজা
রঙা-রঙা রঙ ধরেছে ;

পেঁপেগুলি সব গিয়াছে পাকি',
জাম কালো রঙে উঠেছে ঝাঁকি',
ফজলী-রাণীর একটু বাকী
ঈষৎ আড়ালে চেয়েছে।

খরমুজ, তরমুজ দুই বোন—
শান্তি, শীতলা এই গেল চলি' !
সরবৎ তরে দুলিতেছে বেল,
"আমিও এসেছি"—কহিছে কদলী ;

বাঙলার যত ফুল ফল
নিদাঘেই ফলেছে সকল,
অমৃত বন্টন করি' করি'
ফিরিতেছে প্রতি গৃহতল !

নিদাঘের ফুল-ফলময় বনে
যদি সে প্রিয়া আসিত,
আপ্‌নি সেথায় ফাগুন ফুটিত
শোভন সকলি শোভিত ;

মলয় আসিত অঞ্চল বায়ে,
মধু-শীতলতা অঙ্গ জড়ায়ে,
শত কুহুসম গীতটী গড়ায়ে
হয় ত সেথায় নামিত,
কবি,— ফাগুন বল কে চাহিত ?

নিদাঘে তা' হ'লে ফাগুন আসে
ফাগুনে নিদাঘ আসে না ;
নিদাঘের বন মাতিয়া মাতিয়া
ফাগুনে ত কই হাসে না ?

এর উত্তরে যা' বলিবে কবি
বুঝেছি তোমার হইয়া,
নিদাঘ কামন ফাগুনেও ফোটে
প্রিয়া দিলে আঁখি হানিয়া !

প্রথম প্রিয়ার চরণ ধ্বনি—
শুনি', ফুল খোলে আঁখি যে অমনি,
গন্ধে উতলে এ মন তখনি
চরণে তাহার পড়িয়া,
প্রতি ঋতুতেই প্রতি ঋতু নামে
প্রিয়ার পথটী ভরিয়া !

সত্য, প্রিয়-প্রিয়া পৃথিবীর নয়
স্বরগের সে-যে কাহিনী,
অভাবের মাঝে ভাবের মিলন
বন্যার নব বাহিনী ;
প্রথম মিলন পরশে তা'র,
নিদাঘেও নামে ভাদর-জোয়ার,
পৌষের শীতে কমল-বাহার
এম্‌নি শক্তি দাহিনী,
জগৎ দিয়াছে সাক্ষ্য ইহার
তুমি-আমি শুধু গাহি নি !

* * *

যদি, মতিয়া কুঁড়ির মালা
প্রভাতে পরাতে চাই,

ফাগুনে কি পাব তা ?
বিকালে বকুল তলে
মুকুলে মজাতে চাই
ফাগুনে কি পাব গা ?
কামিনীর তলে যামিনী যাপিয়া,
টগরের তলে রগড় করিয়া,
করবীর বনে গরবী ধরিয়া
মালতীর মালা পরাতে চাই ;
স্বর্ণ চাঁপায়   প্রিয়ার খোপায়
গন্ধে গন্ধ ভরাতে চাই !

ফাগুনে এ ফুটে না কিছুই,—
ফাগুনে ত ফুটে নাকো যুঁই,
চুমিয়া চুমিয়া   ঝিমিয়া ঝিমিয়া
মিলিতাম প্রিয়-প্রিয়া দুই :
কতফুল দিয়া   শয়ন রচিয়া
বলিতাম—"ও-চরণ ছুঁই !"

তা'র চেয়ে—তা'র চেয়ে বেশী—
করিবারে কিছু মেশামেশি,'

নিদাঘের যত কিছু ফল,
ধরিতাম ও-কর কমল ;
আমের অমিয়াটুকু দিয়া
একটী রেকাব শুধু,—
ধীরে ধীরে বলিতাম—"পিও পিয়া
মন ভোলা মধু !"—

পিও, বোম্বের মধু টস্‌টস্‌,—
ন্যাংড়ার স্বাদু-স্বাদু রস,—
ফজলীর দেশজোড়া যশ ;—
বেদানার-রস-জমা কচি-কিসলয় ঠোঁটে তা'র,
নিদাঘ কী আনিয়াছে ভোগের ভাণ্ডার !

তোমার ফাগুনে কবি, কয়টী
ফুটেছে বল ফুল ?
সাজাবে প্রিয়ার খোপা চুল ?
কয়টী বা ফলিয়াছে ফল ?
বিন্ধিবে অন্তর-অন্ততল ?

হরষে বিষাদে বরষ গিয়াছে
আশায় থাকিয়া থাকিয়া,

নিদাঘ ক্রমশঃ অস্তোন্মুখ
সপ্তাহ বাকী রাখিয়া

প্রাণে প্রাণে আজ বহিতেছে ঢেউ
মনে মনে কত ফুটিতেছে হাসি,
চরণে চরণে নাচিতেছে তাল
কাণে কাণে যেন সানায়ের বাঁশি !

কি কথা আজি শুনালে বন্ধু,
গাইলে কিসের গান !
নিরাকার প্রেমে সাকার হইবে
প্রেমের প্রতিমাখান ?

চোখে তাই রূপ জাগে স্তূপ স্তূপ,
অঙ্কুরি' উঠে প্রতি লোম কূপ,
পরাণের সনে আজি চুপ্‌চুপ্‌
পরাণ-প্রিয়ারে আসিতে দাও,

যে ভাষা কহিব,
যে গান গাহিব,
যে পরশ নিব,
যে পীযূষ দিব,
সেই শিহরণ—
পুলক-চন্দন,
ভাবিতে, বারেক ভাবিতে দাও ;

এস,—এস বালা হাসি মাখিয়া

প্রাণের সহিত প্রাণ মিশাইয়া,
আঁখিটীর কোণে আঁখি নোয়াইয়া
অমৃতের রসে চুমু ডুবাইয়া
হইব হারা ;
খুলে' দিব ফুল
তরী ঢুল্ ঢুল্
হইব আকুল
শতেক ধারা !

যৌবন আজি ছুটিতে চায়,
বিধাতার দান, রুখিবে তায় !
যৌবন আজি যৌবন সনে
অটুট প্রেমটী বাঁধিতে চায় !

এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
বাস্তব প্রেমের রঙীন তপন,
নব-ঘন-রসে মত্ত মাতন,
হৃদয় ছুটিয় প্লাবন বহিয়া
আসিছে ;
প্রণয়-পাথারে জোয়ারে জোয়ারে
রস-ভাণ্ডার ফোয়ারে ফোয়ারে
নামিছে !

কত দূর আর,—দেরিতে কত,
মুকুলিতা হবে চুম্বন মত ;—
এত দূরে নদ,—কত দূরে নদী ?
এসেছে দরদ, আয়রে দরদী !
খুলিয়া খুলিয়া, সাঁতার তুলিয়া
রূপের জোয়ারে সিনান করি ;

ওরে, জেগেছে বাসনা, জেগেছে প্রণয়,
রঙমহলের সুরু অভিনয়,
গোপনতা সব করি' মধুময়
হৃদয়ে হৃদয় চাপিয়া ধরি !

মাতিয়া মাতিয়া উঠে প্রাণ,
ব্যাপিয়া ব্যাপিয়া কত গান ;
ওরে, জীবন নদীতে উপ্ছিয়া উঠে
যৌবন-ঘন-বান !
কি কথা শুনালে বন্ধু !—
গাইলে কাহার গান !

যারে আমি বাসিয়াছি ভালো,—
জীবন-পূর্ণিমার কোজাগরী আলো !

এস,—এস বালা হাসি মাখিয়া

সেই ছবি, যেদিনে এই পথ দিয়া
আমার নিশীথ-ঘুম দিবে ভাঙাইয়া!

হয়ত তখনি ছুটিব,—
দু'হাতে কুসুম লুটিব,—
বাঁধনে বাঁধিয়া এ দেহ
আর ত রাখিতে নারিব!

আমি, হইব হারা,
আমি হয়েছি হারা,
আমি খুলিব স্বপন
যা' কিছু গোপন;
ওরে, যৌবন-ঘন-নন্দন-বনে
আমি হইব হারা,
আমি, মেতেছি,—মাতিব
মাতিয়া মাতিয়া হব রণ-মাতোয়ারা!

জেগে উঠে প্রাণ ফেটে উঠে প্রাণ
আবেগে আবেগ জড়ায়ে ধরে,
অনল-সমান যত আনচান্
প্রিয়ার অঙ্গের কাহিনী গড়ে!

কি কথা আজি শোনালে, বন্ধু !
জাগালে কেন হে কবি,
নিরাকার প্রেমে সাকার-প্রতিমা—
আমার মানস ছবি !

নিদাঘের সপ্তাহ শুধু বাকী,
ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে—শাখী ;
গোলাপ তাহারে ডাকিছে যেন,
বেলকলি কী কহিছে—হেন !
কামিনী কহিছে—যামিনীর সই,—
"তোর লাগি' বালা রাতি জেগে রই" ;
টগর লইয়া ডাগর আঁখি,
বলে—"তোর পানে তাকায়ে থাকি" ;
কহিছে করবী—
"তুই লো গরবী,
তোরে মরমের মোড়কে ঢাকি" ;
হাস্না আজি হাসিছে কত,—
"আয় সখি পাবি 'মনের মত' ;"
সন্ধ্যায় কহে ছোট সরু যুঁই,—
"আসিয়াছি আমি, আয় বালা তুই" ;

এস,—এস বালা হাসি মাখিয়া

মালতী কহিছে—"আয় নিরি মালা—
কেন পরিবি না,—তুই ফুলবালা!
কহিছে রসাল ভিজাইয়া গাল—
"কার মুখে বেশী মধু,
সব যাবে জানা যত আনাগোনা
প্রথম চুম্বনে শুধু!"

* * *

তারপর,—আশা নিরাশার বেড়া ভাঙি'-
উদয়-গগন রঙে উঠেছিল রাঙি';
উষা জেগেছিল সুখে,—বড় সুখে সুখে,
কী-আনন্দ ছুঁয়েছিল—সে দিবস বুকে;
ফুটে' ফুটে' গিয়াছিল কুসুম-কমল
পাপ্‌ড়ির মাঝে রাখি' ও-পদ কমল,
কবে—
বলিতে কি হবে?
শেষ নিদাঘের পঞ্চবিংশতি দিবসে,
রক্ত-মুখ উষার পরশে,

জীবনের প্রিয়তমা বালা!
যৌবন-উৎসবে মোর একগাছি মালা

আমার হাসি, আমার গান,
আমার প্রতিমা, আমার প্রাণ,
আমার বীণা, আমার বাঁশী,
কানন আমার, ফুল রাশি রাশি
জীবন-পথের মোর কোজাগরী আলো,
যারে আমি বাসিয়াছি ভালো,
সেই চির-প্রিয়তমা পঞ্চদশী বালা,
আমার অঙ্গনতল করেছিল আলা !

* * *

গোলাপের দল সব খ'সে পড়েছিল,
কেঁদেছিল—কেঁদে বলেছিল—
"কোথায় সৌন্দর্য্য মোর",—ব'লে ঝ'রে ছিল।
পারিজাত পরাজিত হ'য়ে
সেই হ'তে স্বরগের ফুল,
মন্দার আন্ধার করি'
কান্তারে লুকালো তা'র রূপটী অতুল।

সুধা বলে—"এ জগতে কি রহিব আর,
চুম্বন খুলিবে শত সুধার ভাণ্ডার।"

এস,—এস বালা হাসি মাখিয়া।

গোলাপ আলাপে রৈল,
অপর সৌন্দর্য্য তা'রে নোয়াইল শির,
আমার নয়নে কেন পড়েছিল—দু'টী শুভ্র-নীর !

সে প্রভাতে দূরে-দূরে বেজেছিল
সানায়ের বাঁশী,
সে দিকে ছিল না কাণ
পেয়েছিনু—যারে ভালবাসি !

রামচন্দ্র বাণীমন্দির
আশ্বিন ১৭, ১৩৪০
দিবা ১০-১৫ মিঃ